তৃতীয় অধ্যায়

নেপোলিয়নের যুগ (The Napoleonic Age)

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ নেপোলিয়নের উত্থান (Rise of Napoleon) ঃ

সূচনা

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রণনিপুণ সেনানায়ক। ইউরোপের ইতিহাসে তিনি এক বর্ণময় রোমান্টিক নায়ক ও কিংবদন্তি পুরুষ। অতি সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, কেবলমাত্র নিজ প্রতিভাবলে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট পদ লাভ করেন। তাঁর এই উত্তরণ যেমন ছিল বিস্ময়কর, তেমনি অবিশ্বাস্য। ১৭৯৯ থেকে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। তাঁর কার্যকলাপের ফলে ফ্রান্স এবং সমগ্র ইউরোপের ইতিহাসে নানা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দেয়। তাঁর জীবন ও কীর্তিকাহিনি নিয়ে নানা কিংবদন্তি গড়ে উঠেছে—রচিত হয়েছে দুই লক্ষেরও বেশি জীবনী-গ্রন্থ এবং অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা ও নিবন্ধ। অনেকের কাছে তিনি *'ফরাসি বিপ্লবের জাগ্রত প্রতিমূর্তি'—'ফ্রান্স ও ইউরোপের মুক্তিদাতা'*। আবার অনেকের কাছে তিনি *'বিপ্লবের সংহারক', 'বিপ্লবের দানব', 'নরকের আবর্জনা'*। এইসব নানা পরস্পর-বিরোধী মতাদর্শ সত্ত্বেও অকপটে বলা যায় যে, ইউরোপের ইতিহাসে নেপোলিয়ন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যাঁর আবির্ভাব ফ্রান্স ও ইউরোপের ইতিহাসকে নতুন যুগে পৌঁছে দেয়।

প্রথম জীবন

১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ইতালির অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরের কর্সিকা দ্বীপের আজাকসিও নামক স্থানে ফরাসি জাতির নায়ক নেপোলিয়ান বোনাপার্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল লেটিজিয়া এবং পিতার নাম ছিল কার্লো বোনাপার্ট। তাঁর পিতা পেশায় উকিল ছিলেন। পর্বত-সঙ্কুল কর্সিকার প্রাকৃতিক পরিবেশ নেপোলিয়নের তরুণ মনে সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ভলতেয়ার, মন্তেস্কু, রুশো প্রমুখ দার্শনিকদের রচনা, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও দর্শন ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি ষোলো বছর বয়সে পিতৃহীন হন। কঠোর দারিদ্র্য তাঁকে বাস্তববাদী করে তোলে। ব্রিওনি ও প্যারিসের সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি ফরাসি গোলন্দাজ বাহিনীর *সাব-লেফটেন্যান্ট* পদে যোগদান করেন।

উত্থানের সূচনা

প্রথম জীবনে তিনি ফরাসি সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে কর্সিকার মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। পূর্বে এই দ্বীপটি ছিল জেনোয়ার অধীনে, পরে তাঁর জন্মের এক বৎসর পূর্বে (১৭৬৮ খ্রিঃ) তা ফরাসি সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এই কারণে তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কর্সিকার স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। ফরাসি বিপ্লবের কালে সংবিধান সভা কর্সিকাকে ফ্রান্সের একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বা *'ডিপার্টমেন্টের'* মর্যাদা দিলে ফরাসি সরকারের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ কেটে যায়। সেনাবাহিনীর অন্যান্য সহকর্মীর মতো তিনিও ফরাসি বিপ্লবকে স্বাগত জানান। ফরাসি রাজনীতিতে তিনি জেকোবিন দলের সমর্থক

ছিলেন। ফরাসি বিপ্লব তাঁকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের সন্ধান দেয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ফ্রান্সের অধীনস্থ **তুলোঁ বন্দর** অবরোধ করলে, অতর্কিত আক্রমণে তিনি তা পুনরুদ্ধার করেন। এর ফলে তিনি *ব্রিগেডিয়ার জেনারেল* পদে উন্নীত হন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর রাজতন্ত্রের সমর্থক উচ্ছৃঙ্খল জনতা ফরাসি জাতীয় সভা আক্রমণ করলে স্বল্পসংখ্যক সৈনিকের সাহায্যে প্যারিসের রাস্তায় কামান দেগে তিনি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করেন। জাতীয় সভা রক্ষা পায়। এই ঘটনা *'ভাদেমিয়ার ঘটনা'* বা *'অক্টোবরের ঘটনা'* নামে পরিচিত। এর পুরস্কার-স্বরূপ তিনি *মেজর জেনারেল* পদে উন্নীত হন এবং ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব লাভ করেন। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক সেনানায়কের বিধবা পত্নী যোসেফাইনকে বিবাহ করে ফরাসি সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ইতালি অভিযান

ইতিমধ্যে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর 'জাতীয় কনভেনশন'-এর কার্যকাল শেষ হয় এবং *'ডিরেক্টরি'* (১৭৯৫-১৭৯৯ খ্রিঃ) নামে নতুন এক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই শাসনপর্বে দেশের অভ্যন্তরে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়—আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। বৈদেশিক ক্ষেত্রে তখন ফ্রান্স-বিরোধী *প্রথম শক্তিজোট* ভেঙে গেলেও ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়া তখনও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। নেপোলিয়ন এই শক্তিজোটের বিরুদ্ধে ইতালিতে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই ইতালিতেই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা হয়। তিনি ইতালিতে এক মাসেরও কম সময়ে পাঁচটি খণ্ডযুদ্ধে সার্ডিনিয়া-কে পরাজিত করেন। সার্ডিনিয়া সন্ধি স্বাক্ষরে বাধ্য হয় এবং এর ফলে স্যাভয় ও নিস ফ্রান্সের অধিকারে আসে। পার্মা, মডেনা এবং নেপলস্-এর শাসকেরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি উত্তর ইতালিতে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে লম্বার্ডি, ভেনিস ও মিলান দখল করেন। তিনি পোপের রাজ্য আক্রমণ করলে পোপ *টলেন্টিনো-র সন্ধি* স্বাক্ষরে বাধ্য হন। অতঃপর ফরাসি বাহিনী অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার সন্নিকটে উপস্থিত হলে অস্ট্রিয়ার সম্রাট *ক্যাম্পো-ফর্মিওর সন্ধি* স্বাক্ষরে বাধ্য হন (১৭ই অক্টোবর, ১৭৯৭ খ্রিঃ)। ইতালি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এই চমকপ্রদ সাফল্যে ইউরোপে ফ্রান্সের মর্যাদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, অস্ট্রিয়ার শাসন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ইতালির জনসাধারণ নেপোলিয়নকে *'মুক্তিদাতা'* বলে অভিনন্দন জানায় এবং তিনি ফ্রান্সে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এরপর তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মিশর অভিযানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মিশরে ব্যর্থতা

সেখানে *পিরামিডের যুদ্ধে* (২১শে জুলাই, ১৭৯৮ খ্রিঃ) জয়লাভ করলেও *নীলনদের যুদ্ধে* তিনি ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেলসনের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন (১৭৯৮ খ্রিঃ)। তাঁর পরাজয়ের সংবাদ ফ্রান্সে পৌঁছানোর আগেই তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে তিনি বিজয়ী বীরের সম্মান পান।

ক্ষমতা দখল

ডিরেক্টরির শাসনাধীনে ফ্রান্সে তখন চরম বিশৃঙ্খলা চলেছে। জনগণ এই শাসন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীর সাহায্যে তিনি *ডিরেক্টরি* শাসনের অবসান ঘটিয়ে (৯ই নভেম্বর, ১৭৯৯ খ্রিঃ) ফ্রান্সে *'কনস্যুলেট'* (Consulate) নামে নতুন এক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। নেপোলিয়ন-সহ আরও দু'জন কনসালের উপর শাসনভার অর্পিত হয়। তিনি হলেন সর্বশক্তিমান *প্রথম কনসাল*। এইভাবে ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাসে 'Age of

Scanned with CamScanner

Napoleon' বা *'নেপোলিয়নের যুগ'* (১৭৯৯-১৮১৪ খ্রিঃ) শুরু হয়। প্রথমে তিনি সংবিধান অনুসারে দশ বছরের জন্য কনসাল নিযুক্ত হন। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সংশোধন করে তাঁকে যাবজ্জীবনের জন্য কনসাল পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে সিনেটের প্রস্তাব মতো গণভোটের মাধ্যমে তিনি *'ফরাসি জাতির সম্রাট'* উপাধি ধারণ করেন। এইভাবে ফ্রান্সে আবার বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক *রেড্ডাওয়ে* (Reddaway) বলেন যে, ১৭৯৯ থেকে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস হল ফ্রান্সের ইতিহাস এবং ফ্রান্সের ইতিহাস হল নেপোলিয়নের কর্মময় জীবনের ইতিহাস।[১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কনস্যুলেটের শাসন, ১৭৯৯-১৮০৪ খ্রিঃ (The Consulate, 1799-1804 A.D.) ঃ

ডিরেক্টরির শাসন উচ্ছেদ করে নেপোলিয়ন *'কনস্যুলেট'* নামে নতুন এক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। নতুন এই সংবিধানের রচয়িতা হলেন সংবিধান-বিশেষজ্ঞ অ্যাবে সিয়েস।

সূচনা

নেপোলিয়নের নির্দেশে তিনি এই সংবিধানটি রচনা করেন। এই সংবিধানটি *'অষ্টম বছরের সংবিধান'* (Constitution of the Year VIII) নামে পরিচিত। এখানে আরেকটি কথা মনে রাখা দরকার যে, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত এই সংবিধানটি হল ফরাসি বিপ্লবের *চতুর্থ সংবিধান*। ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত পূর্বে নেপোলিয়ন ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি "স্বাধীনতা, সাম্য ও গণ-প্রতিনিধিত্বের পবিত্র নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রকে" রক্ষা করবেন। বাস্তবে কিন্তু এই সংবিধান ছিল *'গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে একনায়কতন্ত্র'*, *'আচ্ছাদিত সামরিক স্বেচ্ছাচারিতা'* ('veiled military despotism'), *'কৃত্রিম একনায়কত্ব'* ('thinly disguised autocracy')।

তিন কনসাল

নতুন এই শাসনব্যবস্থায় (১) তিনজন *কনসাল*-এর একটি ক্ষুদ্র সভা বা শাসন পরিষদের হাতে দেশের শাসনভার অর্পিত হয়। নেপোলিয়ন হলেন প্রথম কনসাল, এবং অপর দুই কনসাল হলেন অ্যাবে সিয়েস ও রজার ডুকোস (Roger Ducos)। কনসালরা দশ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। প্রথম কনসাল নেপোলিয়ন হলেন সর্বেসর্বা। তাঁর হাতে রইল আইন প্রণয়ন, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী নিয়োগ এবং যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের অধিকার। বস্তুত তিনি হলেন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। অপর দুই কনসাল ছিলেন তাঁর সহকারী ও আজ্ঞাবাহী মাত্র। (২) আইনসভাকে ভেঙে চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়—কাউন্সিল অব স্টেট (Council of State), ট্রাইবুনেট (Tribunate), ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Body) এবং সিনেট (Senate)। স্থির হয় যে,

আইনসভা

(ক) ২৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট *কাউন্সিল অব স্টেট* আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করবে। (খ) ১০০ জন সদস্য-বিশিষ্ট *ট্রাইবুনেট* সেই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করবে। (গ) ৩০০ জন সদস্য-বিশিষ্ট *ব্যবস্থাপক সভা* কোনও প্রকার আলোচনা ছাড়াই প্রস্তাবটি ভোটে পাস করত। (ঘ) ৮৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট *সিনেট* সংশ্লিষ্ট আইনটির শাসনতান্ত্রিক যৌক্তিকতা বিচার করে আইনটি গ্রহণ বা বর্জন করত। এইভাবে বিভক্ত আইনসভার হাতে বস্তুত কোনও ক্ষমতাই ছিল না। আইনের প্রস্তাবক *'কাউন্সিল অব স্টেট'*-এর সদস্যরা প্রথম কনসাল কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং তিনি ছিলেন সভাপতি। সুতরাং তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনও আইনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারত না। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও ভোটদান পদ্ধতি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে জনগণের কোনও প্রভাবই পড়ল না।

প্রকৃতি

এই আইন নেপোলিয়নকে সর্বেসর্বা করে তোলে। সংবিধানটি যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘোষণা করা হচ্ছিল, তখন এক মহিলা তা শোনার সুযোগ পান নি। তিনি তাঁর এক প্রতিবেশীর কাছে জানতে চান যে, সংবিধানে কী আছে। প্রতিবেশী এর উত্তরে একটি কথাই বলেন—'নেপোলিয়ন'। বাস্তবিকই সংবিধানে নেপোলিয়ন ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। *কোবান* বলেন যে, "কনস্যুলেটের শাসনযন্ত্রের ইঞ্জিন ও বাষ্প ছিলেন প্রথম কনসাল।" সংবিধানটি দৃশ্যত প্রজাতান্ত্রিক হলেও বাস্তবে তা ছিল নেপোলিয়নের একনায়কত্বের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ—নেপোলিয়নের 'ব্যক্তিগত সার্বভৌমত্ব' প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ অঙ্গীকার। তাঁর দুই কনসাল ছিলেন ঠুঁটো জগন্নাথ এবং আইনসভা ছিল সম্পূর্ণ আজ্ঞাবাহী। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে তিনি সারা জীবনের জন্য কনসাল নিযুক্ত হন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কনস্যুলেটের অভ্যন্তরীণ নীতি বা নেপোলিয়নের অভ্যন্তরীণ সংস্কার (Domestic Policy of the Consulate or Napoleon's Internal Reforms) ঃ

সূচনা

কেবল একজন সমরকুশলী সেনানায়ক বা রণনিপুণ যোদ্ধা হিসেবেই নয়—একজন সুশাসক, সংস্কারক ও সংগঠক হিসেবেও নেপোলিয়ন তাঁর অনন্য কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কনস্যুলেটের শাসনকালে (১৭৯৯-১৮০৪ খ্রিঃ) তাঁর প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত ও বিপ্লব-স্নাত ফ্রান্সে শান্তি প্রতিষ্ঠা, আইন-শৃঙ্খলা প্রণয়ন, সরকারি কোষাগারে অর্থ সংগ্রহ করা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে হানাহানি বন্ধ করে সহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি করা। এক কথায়, তখন দরকার ছিল পুনর্গঠন ও সংস্কার-সাধন। নেপোলিয়ন তাঁর আত্মজীবনীতে লেখেন যে তাঁর চল্লিশটি যুদ্ধের চেয়েও ফ্রান্সে তাঁর সংস্কারগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐতিহাসিকরা তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে তাঁর সংস্কারগুলি ছিল স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। অন্যদিকে তাঁর সাম্রাজ্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। ঐতিহাসিক *ফিশার* বলেন যে, "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ক্ষণস্থায়ী হলেও তাঁর অসামরিক সংস্কারগুলি গ্রানাইট পাথরের শক্ত ভিত্তির উপর স্থায়ীভাবে নির্মিত হয়।"[১] তাঁর উন্নয়নমূলক সংস্কারাবলীর প্রশংসা করে *ডেভিড টমসন* তাঁকে 'অষ্টাদশ শতকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাহিতৈষী শাসক' ('the

[১] "From 1799-1814 the History of Europe was the History of France and the History of France was the Biography of Napoleon Bonaparte."

[১] If the conquests were ephemeral, his civilian work in France was built upon granite."—*A History of Europe*, Fisher, P. 836.

Scanned with CamScanner

last and greatest of the 18th century benevolent despots') বলে অভিহিত করেছেন। *ফিশার*-এর মতে, তিনি ফরাসি বিপ্লবের তিনটি আদর্শ—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মধ্যে কেবল সাম্য নীতিকেই কার্যকরী করেন। স্বাধীনতার আদর্শ অনুযায়ী পূর্বে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলেও তা চরম বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়। এর ফলে স্বাধীনতার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে নেপোলিয়ন একটি কেন্দ্রীভূত স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ***ফিলিপ গুয়েদালা***-র মতে, তিনি স্বাধীনতার অধিকার কেড়ে নিলেও সাম্য নীতি প্রয়োগ করে তার ক্ষতিপূরণ করেন।

উদ্দেশ্য

তিনি মূলত চারটি উদ্দেশ্য নিয়ে সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। (১) তিনি একটি কেন্দ্রীভূত শাসন প্রবর্তন ও জনহিতকর কার্যাবলীর মাধ্যমে ফরাসি জাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন হতে চেয়েছিলেন। (২) বিপ্লবোত্তর যুগে দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তিনি একটি স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার গঠন করতে চান। (৩) প্রয়োজনীয় শাসন-সংস্কারের মাধ্যমে তিনি ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও যশ বৃদ্ধি করতে চান। তিনি নিজেই বলছেন যে, "আমি এমন গৌরব রেখে যেতে চাই যা ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে।" (৪) ফরাসি বিপ্লব ও দার্শনিকদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ নেপোলিয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের সুফলগুলিকে, যথা—আইনের চোখে সমানাধিকার, বিশেষ অধিকার লোপ প্রভৃতিকে স্থায়িত্ব দিতে। এইসব উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সংস্কারের কাজে অবতীর্ণ হন।

সমন্বয় বিধান

বিপ্লব সারা দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও দলের মধ্যে রেষারেষি এবং বিদ্বেষের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই অনৈক্য দেশের উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় ছিল। এই কারণে তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়ার উপর প্রবল গুরুত্ব আরোপ করেন। দেশত্যাগী অভিজাত ও বিদ্রোহী যাজকদের সম্পর্কিত কঠোর আইনগুলি শিথিল করা হয়। রাজতন্ত্রী, জেকোবিন, জিরণ্ডিনদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করা হয়। লা-ভেণ্ডি নামক স্থানের ক্যাথলিকদের ধর্মাচরণের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত **লাফায়েৎ, ব্যারিকে** প্রমুখ ব্যক্তিদের দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। ষোড়শ লুই-এর মৃত্যুদণ্ড, রোবসপিয়রের পতন প্রভৃতি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় উৎসব' বন্ধ করা হয়। এইভাবে তিনি এক **সমন্বয়ের পরিবেশ** গড়ে তোলেন।

শাসনতান্ত্রিক

নেপোলিয়নের প্রথম ও প্রধান কৃতিত্ব হল বিপ্লব এবং যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ফ্রান্সে আইনের শাসন প্রবর্তন করে দেশবাসীর মনে শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ সুনিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি কেন্দ্রীভূত স্বৈরশাসন গড়ে তোলেন এবং শাসনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। প্রথম কনসাল হিসেবে তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হন। আইনসভা চারটি কক্ষে বিভক্ত হয়। একমাত্র নিম্নকক্ষের সদস্যরা নির্বাচিত হলেও বাকি তিন কক্ষের সদস্যরা প্রথম কনসাল কর্তৃক মনোনীত হতেন। প্রথম কনসালের সম্মতি ছাড়া কোনও বিল আইনসভায় পেশ করা যেত না বা আইনসভায় পাস হলেও কোনও বিল আইনের মর্যাদা পেত না। সমগ্র দেশকে মোট ৮৩টি প্রদেশ বা ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত করা হয়। প্রদেশগুলি আবার ৫৪৭টি জেলা বা ক্যান্টনে বিভক্ত ছিল।

প্রদেশ ও জেলাগুলির শাসনকর্তা অর্থাৎ ***'প্রিফেক্ট'*** ও ***'সাব-প্রিফেক্ট'*** এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী—এমনকী পৌরসভাগুলির প্রধান 'মেয়র'-দেরও তিনি নিয়োগ করতেন। মন্ত্রী, আমলা, বিচারক, সেনাপতি—সব পদস্থ কর্মচারীই তাঁর দ্বারা নিযুক্ত হত। নির্বাচন দ্বারা সরকারি কর্মচারী নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়। তিনি সর্বদা দক্ষ ব্যক্তিদেরই নিয়োগ করতেন। এর ফলে তাঁর প্রশাসন দক্ষ ব্যক্তিতে পূর্ণ ছিল। পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ছিল **ফুচে** (Fouche)-র হাতে। বিদেশ দপ্তর ছিল **ট্যালির্যান্ড** (Tallyrand)-এর দায়িত্বে। **লুইসেন বোনাপার্ট** দেখতেন অভ্যন্তরীণ দপ্তর। অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব ছিল **গোদিন** (Goudin)-এর উপর। বিভিন্ন মন্ত্রী থাকলেও মন্ত্রিসভা বলে কিছু ছিল না। নেপোলিয়ন মন্ত্রীদের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করতেন। প্রশাসনিক, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি-নির্ধারণ বা আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন সব ক্ষমতাই তাঁর হস্তগত হয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। এইভাবে তিনি ফ্রান্সে গণতন্ত্রের মুখোশে এক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

অর্থনৈতিক

ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। ***অধ্যাপক ডেভিড টমসন*** অর্থব্যবস্থা ও করপ্রথাকে পুরাতনতন্ত্রের *'ক্যানসার'* (Cancer) বলে অভিহিত করেছেন। নেপোলিয়নের ক্ষমতা দখলের সময়ে ফ্রান্সের আর্থিক সংকট চরমে উঠেছিল। এই অবস্থায় তিনি অর্থনৈতিক সংস্কারে মন দেন। **গোদিন** অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। সরকারি দপ্তরগুলিতে ব্যয়-সংকোচের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং নেপোলিয়ন নিজেই সরকারি বাজেট পরীক্ষা করতে শুরু করেন। অর্থ দপ্তরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে তিনি *রাজস্ব দপ্তর* ও *অডিট দপ্তর* তৈরি করেন। অডিট বিভাগ সরকারি ব্যয়ের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করত। নেপোলিয়ন নিজে সর্বসমক্ষে অডিট রিপোর্ট পাঠ করে তার যথার্থতা যাচাই করতেন। তিনি ফরাসি জনসাধারণকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, সরকারকে কর দেওয়া প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। সবাইকে আয়কর দিতে বাধ্য করা হয়। নতুন কোনও কর ধার্য না করে প্রচলিত করগুলি আদায়ের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা পরোক্ষ কর আদায়ের উপর তিনি বেশি গুরুত্ব দেন এবং লবণ ও সুরার উপর পরোক্ষ কর আরোপিত হয়। তিনি প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সভাগুলির কর আদায়ের অধিকার বাতিল করেন। কর আদায় ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনা হয়। কর আদায়কারীরা ছিল রাষ্ট্রের বেতনভুক কর্মচারী। আর্থিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে *'ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স'* প্রতিষ্ঠা করেন। ঋণদান ও মুদ্রাব্যবস্থার সব দায়িত্ব এই ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত হয়। তিনি পুনরায় সোনা ও রূপার মুদ্রা বাজারে চালু করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য *চেম্বার অব কমার্স* বা *বণিক সঙ্ঘের* পুনর্গঠন, *স্টক এক্সচেঞ্জ* স্থাপন, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও বন্দরগুলির উন্নয়নের কর্মসূচি নেওয়া হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষি ও শিল্পের উন্নতির দিকেও নজর দেন। তিনি শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন। অবাধ বাণিজ্য নীতি নয়—তিনি মার্কেন্টাইল নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য গঠনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

শিক্ষা সংস্কারের দিকেও তিনি নজর দেন। তাঁর শিক্ষা সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল সম্রাট ও রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নাগরিক গড়ে তোলা। প্রাথমিক শিক্ষা ছিল 'কমিউন' বা পুরসভার

Scanned with CamScanner

হাতে। তাঁর উদ্যোগে প্রচুর মাধ্যমিক, ফলিত বিজ্ঞান, কারিগরি, আইন, চিকিৎসা, শিক্ষক-শিক্ষণ ও সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শহরে তিনি ২৯টি *'লাইসি'* বা নির্বাচিত আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন—যেখানে সামরিক শিক্ষাও দেওয়া হত। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল ছিল ৩৭৭টি। সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ৩৭০টি। আইন বিদ্যালয় প্যারিসেই ছিল ১২টি। সমগ্র দেশে যাতে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় সেই উদ্দেশ্যে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় *'ইউনিভার্সিটি অব ফ্রান্স'*। এখান থেকেই সর্বস্তরের শিক্ষার পাঠ্যসূচি তৈরি হত। তাঁর লক্ষ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার প্রসার। ছাত্ররা যাতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা না করে সেজন্য ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি সংশোধন করা হয়। তাঁর শিক্ষা-সংস্কার ত্রুটিহীন ছিল না। (১) মুখে জাতীয় শিক্ষার কথা বললেও শিক্ষার দরজা একমাত্র সম্পন্ন মধ্যবিত্তদের জন্যই উন্মুক্ত ছিল—সাধারণ মানুষের পক্ষে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব ছিল না। (২) তিনি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে কোনও গুরুত্ব দেন নি। সরকারি ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে নারীশিক্ষার দায়িত্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এছাড়া, তাঁর মতে নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য হল কর্তব্যপরায়ণা গৃহবধূ ও মাতা তৈরি করা। (৩) তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষাকে তিনি গির্জার হাতেই ছেড়ে দেন। (৪) শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়া হলেও জনসাধারণকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দেওয়া হয় নি। সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। সরকার-বিরোধী সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। নাটক ও নাট্যশালার উপর পুলিশি নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়। এই অবস্থায় দেশে সৃজনশীল সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ সম্ভব ছিল না।

শিক্ষা

১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবী সংবিধান দ্বারা (*'সিভিল কনস্টিটিউশন অব দি ক্লার্জি'*) গির্জাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে পোপের সঙ্গে ফরাসি রাষ্ট্রের বিরোধ বাধে। ক্যাথলিক প্রজারা এ ব্যবস্থা মানতে পারে নি। ধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নেপোলিয়নের কোনও মাথাব্যথা না থাকলেও রাজনৈতিক স্বার্থে তিনি খ্রিস্টীয় জগতের ধর্মগুরু পোপের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এই উপলক্ষে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পোপ **নবম পায়াস**-এর সঙ্গে এক *'ধর্ম-মীমাংসা চুক্তি'* বা *'কনকর্ডাট'* (Concordat of 1801) স্বাক্ষর করেন। স্থির হয় যে, (১) পোপ বিপ্লবী আমলে ফরাসি গির্জা ও গির্জার সম্পত্তির জাতীয়করণ মেনে নেবেন। (২) ফরাসি সরকার রোমান ক্যাথলিক গির্জা ও ধর্মমতকে স্বীকৃতি দেবে। (৩) ভবিষ্যতে যাজকগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং পোপ তাঁদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবেন। (৪) রাষ্ট্র যাজকদের বেতন দেবে। এই চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র ও পোপ উভয়েই লাভবান হন। পোপের সঙ্গে বিরোধ মেটায় ফ্রান্সে ধর্মীয় ঐক্য আসে এবং নেপোলিয়নের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্যাথলিকদের সমর্থন লাভ করেন। যাজকদের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। *কোবান*-এর মতে, নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এই চুক্তি ছিল নেপোলিয়নের এক বিরাট সাফল্য।[১]

ধর্ম

[১] "The Concordat was a great victory for Bonaparte and a master-stroke policy."—*A History of France*, Vol. II, Cobban, P. 2[illegible]

নেপোলিয়নের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গৌরবময় কীর্তি হল তাঁর *'আইন সংহিতা'* বা *'কোড নেপোলিয়ন'* ('Code Napoleon')। এতদিন পর্যন্ত ফ্রান্স ও বিভিন্ন প্রদেশে কোনও সাধারণ আইনবিধি প্রচলিত ছিল না। সমগ্র দেশে নানা ধরনের বৈষম্যমূলক, পরস্পর-বিরোধী এবং যুগের অনুপযোগী প্রায় ৩৬০টি বিভিন্ন ধরনের আইন প্রচলিত ছিল। দেশের উত্তরে ছিল প্রথাগত আইন, দক্ষিণে রোমান আইন। এ ছাড়াও ছিল রাজকীয় আইন, সামন্ত আইন ও যাজকীয় আইন। এক কথায়, সমগ্র ফ্রান্সে কোনও আইনগত ঐক্য ছিল না। কনভেনশন ও ডিরেক্টরি যুগে বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ এইসব পরস্পর-বিরোধী আইনগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সারা দেশে এক ধরনের আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু এ কাজে তাঁরা সফল হন নি। নেপোলিয়নের উদ্যোগে ফ্রান্সের চারজন বিশিষ্ট আইনজীবীকে নিয়ে গঠিত এক কমিশন চার বছরের (১৮০০-১৮০৪ খ্রিঃ) অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে একটি আইনবিধি সংকলন করে। আইনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য মোট ৮৪টি অধিবেশন বসে। এর মধ্যে ৩৬টি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং নেপোলিয়ন। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন এর নামকরণ করেন *'কোড নেপোলিয়ন'* বা *'নেপোলিয়নের আইন সংহিতা'*। এই আইনবিধির মধ্যে ফ্রান্সের প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান, রোমান রীতি-নীতি এবং ফরাসি বিপ্লবী ঐতিহ্যের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। এই আইনবিধি কোনওভাবেই ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কুসংস্কার দ্বারা কলুষিত হয় নি। 'কোড নেপোলিয়ন'-কে বিপ্লবের স্থায়ী ফল বলা যেতে পারে। মোট ২২৮৭টি বিধি-সম্বলিত এই আইন সংহিতা তিনভাগে বিভক্ত—দেওয়ানি, ফৌজদারি ও বাণিজ্যিক আইন। আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, যোগ্যতানুযায়ী সরকারি চাকরিতে নিয়োগ, বিপ্লবী ভূমিব্যবস্থার স্বীকৃতি, সামন্ততান্ত্রিক বৈষম্যের বিলুপ্তি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারের স্বীকৃতি প্রভৃতি এই আইন সংহিতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। এই আইনবিধির মূল নীতিগুলি পরবর্তীকালে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। নেপোলিয়ন নিজেও তাঁর যুদ্ধগুলির চেয়ে এই আইন সংহিতাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। ঐতিহাসিক *লেফেভর* এই আইনবিধিকে সমাজে বাইবেলের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১] এই আইনবিধির জন্য তাঁকে *'দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ান'* বলে অভিহিত করা হয়। বলা বাহুল্য, এই আইনবিধি একেবারে ত্রুটিহীন ছিল না। (১) এই আইনবিধিতে রোমান আইনকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ায় প্রগতিশীলতার সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। (২) এতে নারী সমাজের মর্যাদা হ্রাস করা হয়। নারীকে পুরুষের অধীনে রাখা হয়। পারিবারিক সম্পত্তির উপর তাদের কোনও অধিকার ছিল না, স্বামীর সম্পত্তি ছাড়া তারা কোনও সম্পত্তি অর্জন, বিক্রি বা দান করতে পারত না। বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার সংকুচিত করা হয়। (৩) স্ত্রী ও পুত্রের উপর স্বামী ও পিতার কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করা হয়, যদিও ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ হল সমানাধিকার। (৪) শ্রমিকদের অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি।

আইন

[১] "The Civil Code became the Bible of the society."—*Napoleon*, Lefebvre, P. 151.

Scanned with CamScanner

এ সত্ত্বেও এই আইনবিধির গুরুত্ব অপরিসীম। ***ফিশার*** বলেন যে, "ফরাসি বিপ্লবের সাময়িক অনাচার ও অনুদার নীতি বর্জন করে কোড স্থায়ী বিজয়কে সুনিশ্চিত করে।"[১]

জনহিতকর কার্য

নেপোলিয়ন নানা জনহিতকর কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দিকে নজর দেন। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর আমলে বহু রাজপথ, খাল, বাঁধ, সেতু, বন্দর, পয়ঃপ্রণালী ও উদ্যান নির্মিত হয়। তিনি ফ্রান্সের প্রাচীন সৌধগুলির সংস্কার করেন এবং বহু নতুন সৌধ নির্মাণ করেন। প্যারিস নগরীকে তিনি নতুন সাজে সজ্জিত করেন। ভাস্কর্য ও শিল্পকলার অন্যতম সংগ্রহশালা লুভের মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি। রাষ্ট্রের প্রতি সেবা ও আনুগত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিদের *'লিজিয়ন অব অনার'* (Legion of Honour) নামক উপাধি দানের ব্যবস্থা করেন।

মূল্যায়ন

(১) বিপ্লব-বিধ্বস্ত ফ্রান্সে যখন চরম নৈরাজ্য চলছে, সমগ্র জাতি যখন চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ দিশেহারা, রাজনৈতিক স্থিতি বলে যখন দেশে কিছু নেই, প্রজাতন্ত্র না রাজতন্ত্র—এই বিতর্কে মানুষ যখন বিভ্রান্ত, এই অবস্থায় নেপোলিয়ন দেশে শান্তি, স্থিতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনেন। তাই ***অধ্যাপক ডেভিড টমসন*** বলেন যে, "ফ্রান্সকে শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে বোনাপার্ট ফ্রান্সে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনেন।"[২] মাত্র কয়েক বছরের সংস্কার প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফ্রান্সের জনজীবনে তিনি নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন এবং ফ্রান্স একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়। (২) নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের ধারক ও বাহক—বিপ্লবের অমিত তরবারি।[৩] তাঁর সেনাদল যেখানেই গেছে, সেখানেই এসেছে পরিবর্তনের জোয়ার। ঐতিহাসিক ***রেডাওয়ে*** (Reddaway) বলেন যে, যেখানেই নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী গেছে সেখানেই পুরাতনতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়ে ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪] (৩) নেপোলিয়ন এক সময় মন্তব্য করেছেন—"আমিই বিপ্লব" ("I am the Revolution")। আবার তিনি অন্যত্র বলেছেন, "আমি বিপ্লবের ধ্বংসকারী" ("I destroyed the Revolution")। আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হলেও দুটি বক্তব্যের মধ্যেই সত্যতা আছে। ফ্রান্সবাসীকে তিনি স্বাধীনতা দেন নি, কিন্তু তিনি বিপ্লবের সাম্যনীতিকে গ্রহণ করে 'কোড নেপোলিয়ন'-এর মাধ্যমে ফ্রান্সে আইন, বিচার, কর ও চাকরির সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বংশগত মর্যাদা অপেক্ষা প্রকৃত যোগ্যতাকে তিনি

[১] "The Code embodies the permanent conquests, while rejecting the temporary extravagance of the French Revolution."

[২] "Bonaparte disciplined France and established order."—*Europe Since Napoleon*, P. 59

[৩] "Napoleon was the sword of Revolution."

[৪] "Wherever the Napoleonic army went, things were not the same again."—*A History of Europe*, Vol.VII.

মর্যাদা দেন এবং সামন্ততান্ত্রিক বিশেষাধিকার লোপ করেন। এদিক থেকে তিনি সত্যই 'বিপ্লবের সন্তান'। ***ফিলিপ ওয়েদালা*** বলেন যে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে, বিপ্লবের বিস্তারলাভে সাহায্য করেছে।[১] ঐতিহাসিক ***ফিশার***-এর মতে, "নেপোলিয়ন হলেন বিপ্লবের সন্তান।"[২] ঐতিহাসিক ***জর্জ রুদে***-র মতে, নেপোলিয়ন প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের সন্তান ছিলেন না। তিনি ফ্রান্সে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সব প্রতিষ্ঠানের অবসান ঘটিয়ে ও ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে সকল ক্ষমতা নিজে কুক্ষিগত করেন। পুরোনো *'লেত্র দ্য ক্যাশে'* ফিরে আসে, বিনা বিচারে বহু মানুষকে আটক করা হয়, সংবাদপত্রের উপর সেন্সরশিপ নেমে আসে। গুপ্তচর বাহিনী নিয়োগ করে সরকার-বিরোধীদের কঠোরভাবে দমন করা হয়। ফরাসি সেনেট তাঁর আজ্ঞাবাহী যন্ত্রে পরিণত হয়। বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, বাক্-স্বাধীনতা হরণ, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, ফরাসি উপনিবেশে ক্রীতদাস প্রথার পুনরুজ্জীবন এবং জেকোবিন দলের প্রজাতন্ত্র ও গণভোটের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তিনি বিপ্লবের বিনাশসাধনই করেন। ***জর্জ রুদে***-র মতে, প্রকৃতপক্ষে তিনি বুর্জোয়া স্বার্থই রক্ষা করেছিলেন—তিনি শ্রমিকদের মন জয় করতে পারেন নি। শ্রমিক-মালিক বিরোধে তিনি মালিকদের পক্ষই অবলম্বন করেন। ***গুলার*** বলেন যে, সম্রাট হিসেবে তাঁর অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লব শেষ হয়ে যায় এবং পুরোনো স্বৈরতন্ত্র ফিরে আসে। (৪) নেপোলিয়ন স্বৈরতন্ত্রী ছিলেন এবং এদিক থেকে তিনি ষোড়শ লুই অপেক্ষা কোনও অংশে কম ছিলেন না। এ সম্পর্কে ***অধ্যাপক ডেভিড টমসন*** তাঁর স্বৈরতন্ত্রকে অতিরঞ্জন করা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর শাসন শুধু প্রজাহিতৈষীই ছিল না—বর্তমান শতাব্দীর বিভিন্ন একনায়কতন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি মানবিক ছিল।[৩]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কনস্যুলেটের বিদেশ নীতি (Foreign Policy of the Consulate) :

দ্বিতীয় শক্তিজোট

ডিরেক্টরি শাসনের শেষ পর্বে ইংল্যান্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, নেপলস, পর্তুগাল ও তুরস্ককে নিয়ে ফ্রান্স-বিরোধী *দ্বিতীয় শক্তিজোট* গড়ে ওঠে (১২ই মার্চ, ১৭৯৯ খ্রিঃ)। সুতরাং কনস্যুলেটের প্রধান হয়ে নেপোলিয়নের কর্তব্য হয় এই শক্তিসঙ্ঘকে ধ্বংস করা। ফ্রান্স রুশ জার পল-কে মাল্টা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর ফলে রাশিয়া এই শক্তিজোট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। টিকে থাকে দুই প্রবল প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া।

[১] "The Napoleonic Empire was not an interruption but an extension of the Revolution."

[২] "Napoleon was the child of Revolution."

[৩] "The dictatorship of Napoleon was a utilitarian, efficient, industrious, hard-headed government. Its oppressiveness must not be exaggerated. It lacked the fanaticism and passions of the rule of Robespierre and the harsh all-pervasive ruthlessness and brutality of twentieth-century dictatorship."—*Europe Since Napoleon*, Thomson, P. 61.

Scanned with CamScanner

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার কাছে সন্ধির প্রস্তাব

নিজের শক্তি সঞ্চয় ও কালহরণের উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠান। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পিট এই প্রস্তাবে আপত্তি জানান। তিনি সন্ধির পূর্ব-শর্ত হিসেবে ফ্রান্সের সিংহাসনে বুরবোঁ রাজাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। নেপোলিয়নের পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি।

অস্ট্রিয়ার পরাজয়

এরপর নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি দুর্লঙ্ঘ্য আল্পস পর্বত অতিক্রম করে ইতালিতে উপস্থিত হন এবং *ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধে* (Battle of Marengo) অস্ট্রিয়াকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে ইতালিতে ফ্রান্সের সব হারানো স্থান পুনরুদ্ধার করেন। অপরদিকে ফরাসি সেনাপতি মোরে (Moreau) *হোহেনলিন্ডেনের যুদ্ধে* (Battle of Hohenlinden) জয়লাভ করে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার সন্নিকটে উপস্থিত হন। এই অবস্থায় অস্ট্রিয়া ফ্রান্সের সঙ্গে *লুনিভিলের সন্ধি* (Treaty of Luneville) স্বাক্ষরে বাধ্য হয় (১৮০১ খ্রিঃ)। সন্ধির শর্তানুযায়ী অস্ট্রিয়া *ক্যাম্পো-ফর্মিওর সন্ধি*-র শর্তগুলি পুনরায় স্বীকার করে নেয়। এছাড়া অস্ট্রিয়া বাটাভিয়ান, সিজালপাইন ও হেলভেশিয়ান প্রজাতন্ত্র, রাইন নদীর বামতীরস্থ অঞ্চল এবং বেলজিয়ামের উপর ফরাসি আধিপত্য মেনে নেয়। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্স প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়।

ফ্রান্সের উপনিবেশ বিস্তার

নেপোলিয়ন ফ্রান্সের বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিলেন। (১) এ কারণে তিনি ফরাসি নৌবাহিনী পুনর্গঠিত করে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অভিযান পাঠান। (২) তিনি স্পেনের কাছ থেকে লুইসিয়ানা নামক স্থানটি দখল করেন—তবে সুদূর আমেরিকায় অবস্থিত এই অঞ্চলটিতে নিজ অধিকার বজায় রাখা যাবে না বুঝে নেপোলিয়ন এই স্থানটি আমেরিকার কাছে বিক্রি করে দেন। (৩) তিনি স্যান ডোমিনিগো দ্বীপটি পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযান পাঠান। (৪) তিনি ভারতেও ইংরেজদের বিরোধিতা করার চেষ্টা করেন।

অ্যামিয়েন্সের সন্ধি

ফ্রান্সের ক্রমাগত সাফল্যে ইংল্যান্ড যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিল এবং দু'পক্ষই পরস্পরকে প্রবল আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এ সময়ে নানা কারণে দু'পক্ষই প্রত্যক্ষ সংঘাত এড়াতে চাইছিল। রাশিয়ার শক্তিজোট ত্যাগ, অস্ট্রিয়ার পরাজয়, আয়ারল্যান্ডের বিদ্রোহ (১৭৯৮ খ্রিঃ), সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে ইংল্যান্ড যথেষ্ট বিব্রত ছিল। অন্যদিকে ফ্রান্সের শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল না। এছাড়া মিশর অভিযানের ব্যর্থতা ও জার্মানিতে পরাজয়ের ফলে ফ্রান্সও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যেতে অস্বস্তি বোধ করছিল। এ সত্ত্বেও ইংল্যান্ড ফ্রান্সের মালপত্র ধরবার জন্য মাঝ-সমুদ্রে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের জাহাজে খানাতল্লাসি শুরু করে। এর বিরুদ্ধে নেপোলিয়ন রাশিয়া, প্রাশিয়া, সুইডেন ও ডেনমার্ককে উত্তেজিত করে *'উত্তরাঞ্চলের সশস্ত্র নিরপেক্ষতা'* গড়ে তোলেন। শেষপর্যন্ত এই জোট ভেঙে যায় এবং ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স *'অ্যামিয়েন্সের সন্ধি'* (Treaty of Amiens) স্বাক্ষর করে। সন্ধির শর্তানুসারে (১) ফ্রান্স মিশর, নেপলস্ ও পোপের রাজ্য থেকে সেনা প্রত্যাহার

শর্তাবলী

করতে স্বীকৃত হয়। (২) ইংল্যান্ড সিংহল ও ত্রিনিদাদ বাদে সকল বিজিত অঞ্চল ফ্রান্স ও তার মিত্রদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এই সন্ধি নেপোলিয়নের বিরাট কূটনৈতিক জয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এর ফলে ফ্রান্স-বিরোধী *দ্বিতীয় শক্তিজোট* ভেঙে যায়, ফ্রান্সের সব বৈদেশিক অধিকার বজায় থাকে, ইংল্যান্ড বিনা ক্ষতিপূরণে সব বিজিত অঞ্চল ত্যাগ করে এবং ইউরোপীয় রাজনীতিতে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে ফ্রান্স স্বীকৃতি লাভ করে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ নেপোলিয়নের উত্থান ঃ প্রথম কনসাল থেকে সম্রাট (Rise of Napoleon : From First Consul to Emperor) ঃ

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন দশ বছরের জন্য *প্রথম কনসাল* নিযুক্ত হন। *অ্যামিয়েন্সের সন্ধি* এবং *দ্বিতীয় শক্তিজোট* ধ্বংসের পর ফ্রান্সে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে রাজতন্ত্রীরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে তিনি তাদের কঠোরভাবে দমন করেন। এই বছরেই তিনি যাবজ্জীবনের জন্য কনসাল নিযুক্ত হন এবং নিজ উত্তরাধিকারী মনোনয়নের অধিকার পান। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে গণভোটের মাধ্যমে তিনি *'ফরাসিদের সম্রাট'* নিযুক্ত হন। তাঁর কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁর দুই ভাই **যোসেফ বোনাপার্ট** ও **লুই বোনাপার্ট** যথাক্রমে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর পোপ **সপ্তম পায়াস** (Pius VII) নতোরদাম গির্জায় তাঁর অভিষেক সম্পন্ন করেন। নেপোলিয়ন বলেন, "ফ্রান্সের রাজমুকুট ভূলুণ্ঠিত ছিল এবং আমি তরবারির সাহায্যে তা তুলে নিয়েছি।" এইভাবে ফ্রান্সে বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রের অবসান হল—রাজতন্ত্র ফিরে এল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ নেপোলিয়নের সাফল্যের কারণ (Causes of Napoleon's Success) ঃ

সূচনা

একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করার কয়েক বছরের মধ্যেই নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রভূত রক্তপাত ও বিপ্লবের মাধ্যমে যে ফরাসি জাতি একদিন বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল, তারাই আবার গণভোটের মাধ্যমে তাঁকে সম্রাট পদে বরণ করে নেয়। আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর হলেও তাঁর উত্থান কোনও আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর এই উত্থানের পথকে সহজতর করেছিল। তাঁর সাফল্যের পশ্চাতে নানা কারণ ছিল।

ব্যক্তিগত গুণাবলী

(১) নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত প্রতিভা, কর্মশক্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস, সামরিক ও রাজনৈতিক কূটকৌশল এবং উন্নত রণকৌশল ও সাংগঠনিক ক্ষমতা তাঁকে সাফল্যের কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি সেনাদলের প্রীতি ও বিশ্বাস অর্জন করেন। জনসাধারণও তাঁর প্রতি সমর্থন জানায়। ফ্রান্সের মানুষ তাঁর মধ্যে খুঁজে পায় এমন একজন নেতাকে যিনি তাদের রক্ষা করবেন এবং তাদের গৌরববোধ ফিরিয়ে দেবেন।

Scanned with CamScanner

বিপ্লব সম্পর্কে হতাশা

(২) বিপ্লব সম্পর্কে ফরাসি জাতির গভীর হতাশাবোধ নেপোলিয়নের উত্থানের অন্যতম প্রধান কারণ। দুর্নীতিগ্রস্ত ও পচনশীল পুরাতনতন্ত্রকে ধ্বংস করে নতুন জীবনের আশায় মানুষ বিপ্লবে সামিল হয়েছিল। বিপ্লব কার্যত ফ্রান্সে চরম নৈরাজ্য নিয়ে আসে। পুরাতনতন্ত্র ভেঙে পড়ে, একের পর এক নতুন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সন্ত্রাসের রাজত্ব এবং তারপর *থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়া* ফ্রান্সের বুকে সীমাহীন নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হয়। বিপ্লব সম্পর্কে মানুষের মোহভঙ্গ হয়। ঐতিহাসিক *রাইকার* বলেন, "ফ্রান্সের জনমানস রাজনৈতিক সংঘাত, বিরামহীন নির্বাচন, বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক সংকটের জন্য বিপ্লবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে।"[১] মানুষ ভাবতে থাকে যে বিপ্লবের অর্থই যদি অজস্র রক্তপাত হয়, তবে এই শাসন রাজতন্ত্র অপেক্ষা ক্ষতিকর। মানুষ আশা করে যে, নেপোলিয়নের মতো একজন শক্তিশালী সেনাপতির নেতৃত্বে নিশ্চয়ই ফ্রান্সে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ফিরে আসবে। তাই ঐতিহাসিক *রাইকার* বলেন, "আশা বিপ্লবের জন্ম দেয়, এবং হতাশা নেপোলিয়নের উত্থানকে ত্বরান্বিত করে।"[২]

ডিরেক্টরি শাসনের ব্যর্থতা

(৩) ডিরেক্টরির শাসনকাল ফ্রান্সের ইতিহাসে ঘোরতর দুর্যোগের সময়। ইতিপূর্বে বিপ্লবী ফ্রান্সে এমন অপদার্থ, অযোগ্য, অদক্ষ, অসৎ ও স্বার্থপর শাসনব্যবস্থা আর কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জেকোবিনদের দমনের নামে বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং ফ্রান্সে আবার এক প্রতিক্রিয়াশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। *মাদেলাঁ* বলেন যে, "বিপ্লবের প্রকৃত সন্তানরা দমিত হয়। সাঁকুলেৎ শ্রেণি রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসৃত হয়।" এ সময় খাদ্যাভাব ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি চরমে ওঠে এবং ডিরেক্টরদের দুর্নীতি, অমিতব্যয়িতা ও বৈদেশিক যুদ্ধের ব্যয়ভার ফ্রান্সকে চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। ঐতিহাসিক *টমসন* বলেন, "বিপ্লবের দুরন্ত গতি নিঃশেষিত হওয়ায় সাংগঠনিক ও সামরিক প্রতিভাদীপ্ত সৈনিকের ক্ষমতালাভের পথ প্রশস্ত হয়।"

যুদ্ধে নেপোলিয়নের সাফল্য

(৪) চতুর্দশ লুইয়ের আমল থেকে ইউরোপীয় রাজনীতিতে ফ্রান্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং শক্তিশালী সাম্রাজ্য হিসেবে ইউরোপীয় রাজনীতিতে ফ্রান্স যথেষ্ট মর্যাদা ভোগ করত। বিপ্লবের প্রাক্কালে বৈদেশিক ক্ষেত্রে ফ্রান্স কোনও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নি। এই অবস্থায় তুলোঁ বন্দর অবরোধমুক্ত করা, কনভেনশনকে রক্ষা করা এবং ইতালি, অস্ট্রিয়া ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের সাফল্য ফরাসিবাসীর কাছে তাঁকে প্রবল জনপ্রিয় করে তোলে। তিনি ফরাসি জাতির জাতীয়তাবাদের প্রতিভূতে পরিণত হন। ইউরোপের মানুষ তাঁকে *'মুক্তির দূত'* বলে অভিনন্দিত করে। ঐতিহাসিক *হেজ* বলেন যে, এ সময়

[১] "Public opinion was tired of political agitation, tired of endless election, tired of disorders which had throttled the nation's economic life."

[২] "It was hope that made the Revolution, it was despair that led it at the feet of Napoleon."

নেপোলিয়নই ছিলেন "ফ্রান্সে সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি।" তাঁর বাক্‌চাতুর্য ও ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তি সাধারণ সৈনিক ও জনসাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করত। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে *দ্বিতীয় শক্তিজোট* গঠিত হলে ফরাসি জাতি তাঁকে রক্ষক হিসেবে বেছে নেয়।

নেপোলিয়ন ও বিপ্লবের আদর্শ

(৫) ব্যক্তিগত জীবনে স্বার্থপর, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ক্ষমতালিপ্সু হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিপ্লবী আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিপ্লবী আদর্শকে সামনে রেখে তিনি নানাবিধ সংস্কারমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁর জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং বিরোধী দলগুলির প্রতি উদার আচরণ জনগণের আস্থা অর্জন করে। অতি সাধারণ অবস্থা থেকে তাঁর উত্তরণ তাকে 'বিপ্লবের প্রতীকে' পরিণত করে। এই কারণে তিনি দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য হন।

সুবিধাবাদ

(৬) তিনি চরম সুবিধাবাদী ছিলেন। এই সুবিধাবাদ তাঁর উত্থানে সাহায্য করে। জেকোবিন দলের সমর্থক নেপোলিয়ান এক সময় এই দলের সমর্থনে প্রচারপত্র রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনিই আবার রোবসপিয়ারের পতন ঘটাতে বিরোধীদের সঙ্গে হাত মেলান। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক না থাকায় ডিরেক্টরির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই অবশ্য সর্বপ্রধান হয়ে ওঠেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : টিলসিটের সন্ধি (১৮০৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত নেপোলিয়ানের সাম্রাজ্য বিস্তার (Growth of the Napoleonic Empire till the Treaty of Tilsit, 1807 A.D.) :

ডিরেক্টরির আমলে

নেপোলিয়ন ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রণকুশলী সেনানায়ক। ডিরেক্টরি-র শাসনের এক সংকটময় কালে তিনি ফ্রান্সের শত্রু *প্রথম ইউরোপীয় শক্তিজোটের* বিরুদ্ধে ইতালিতে যুদ্ধযাত্রা করেন। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যজয়ের পর ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি অস্ট্রিয়াকে *ক্যাম্পো-ফর্মিওর সন্ধি* স্বাক্ষরে বাধ্য করেন। মিশরে *নীলনদের যুদ্ধে* ব্যর্থতার পর তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ডিরেক্টরি শাসনব্যবস্থাকে ক্ষমতাচ্যুত করে কনস্যুলেট শাসনের সূচনা করেন (১৭৯৯ খ্রিঃ)।

দ্বিতীয় শক্তিজোট

এই সময় ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়াকে নিয়ে গঠিত *দ্বিতীয় শক্তিজোট* (১৭৯৯ খ্রিঃ) ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। প্রথম কনসাল নেপোলিয়ন প্রথমেই কূটনীতির সাহায্যে রাশিয়ার জার পল-কে এই শক্তিজোট থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে *ম্যারেঙ্গো* ও *হোহেনলিন্ডেনের যুদ্ধে* পরাজিত হয়ে অস্ট্রিয়া ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে *লুনিভিলের সন্ধি* স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। ইংল্যান্ডের পক্ষে এককভাবে যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না। তাই ব্রিটিশ সরকার ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে *অ্যামিয়েন্সের সন্ধি* (১৮০২ খ্রিঃ) দ্বারা ফ্রান্সের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে দ্বিতীয় শক্তিজোটের অবসান ঘটে, নেপোলিয়ন ফ্রান্সে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং এই বছরেই তিনি নিজেকে সারা জীবনের জন্য কনসাল বলে ঘোষণা করেন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত হন।

Scanned with CamScanner

সম্রাট-পদ গ্রহণের পর নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের চরিত্রেও পরিবর্তন ঘটে। ইতালি, হল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডের প্রজাতন্ত্রগুলিকে ধ্বংস করে নেপোলিয়ন এইসব স্থানে নিজ

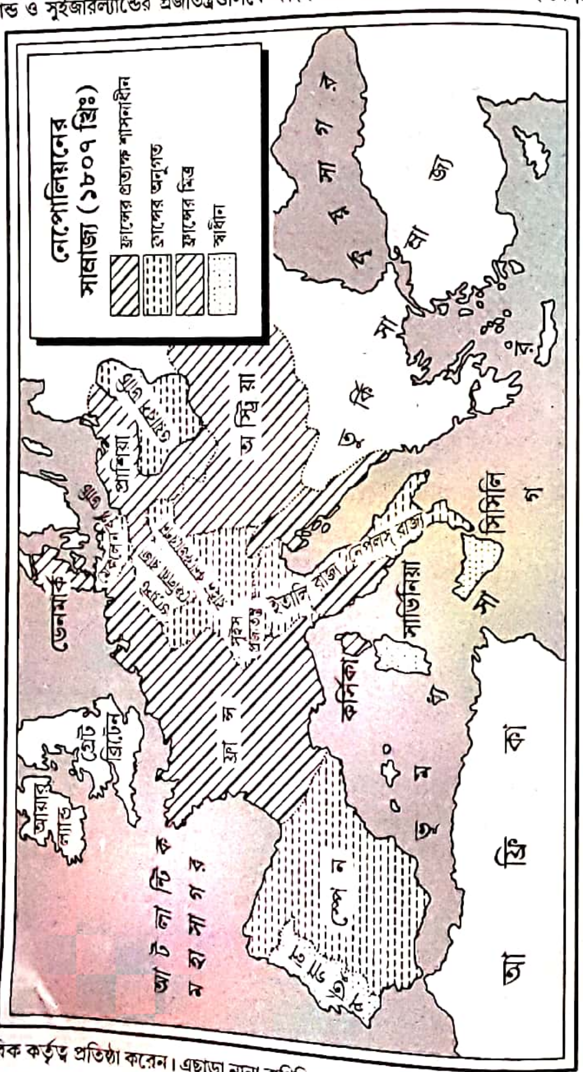

সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া নানা বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পাদিত *আমিয়েন্সের সন্ধি*-ও ভেঙে যায়। নেপোলিয়ন সরাসরি ইংলিশ

চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যান্ড আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন। এমতাবস্থায় অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও সুইডেনকে নিয়ে ইংল্যান্ড ফ্রান্স-বিরোধী *তৃতীয় শক্তিজোট* (জুলাই, ১৮০৫ খ্রিঃ) গঠন করে। এই শক্তিজোট কিছু করার আগেই নেপোলিয়ন অকস্মাৎ অস্ট্রিয়ার উপর আক্রমণ হেনে *উলম্-এর যুদ্ধে* (১৮০৫ খ্রিঃ) অস্ট্রিয়াকে পরাস্ত করেন। এর কয়েকদিন পরেই অবশ্য ইংরেজ সেনাপতি নেলসন *ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধে* (২১শে অক্টোবর, ১৮০৫ খ্রিঃ) ফরাসি নৌ-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন। এরপর ভিয়েনার উপকণ্ঠে *অস্টারলিজের যুদ্ধে* অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্ম বাহিনী নেপোলিয়নের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় (২রা ডিসেম্বর, ১৮০৫ খ্রিঃ)। পরাজিত অস্ট্রিয়া অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে *প্রেসবার্গের সন্ধি* (২৬শে ডিসেম্বর, ১৮০৫ খ্রিঃ) স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। তৃতীয় শক্তিজোট ভেঙে যায়।

তৃতীয় শক্তিজোট

নেপোলিয়নের অগ্রগতিতে ভীত প্রাশিয়া ও স্যাক্সনী ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের পক্ষে যোগদান করে। *জেনা* (Zena) ও *অরস্ট্যাডট* (Austerdt)-*এর যুদ্ধে* (১৪ই অক্টোবর, ১৮০৬ খ্রিঃ) পরাজিত প্রাশিয়া *স্কনব্রান* (Schonbrunn)-*এর সন্ধি* স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। বিজয়ী নেপোলিয়ন সগর্বে রাজধানী বার্লিনে প্রবেশ করে প্রাশিয়ার অধিকাংশ এলাকা দখল করেন। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে *ফ্রিডল্যান্ড* (Friedland)-*এর যুদ্ধে* তিনি রাশিয়াকে পরাস্ত করেন এবং জার প্রথম আলেকজান্ডার *টিলসিটের সন্ধি* (বা টিলজিটের সন্ধি, Treaty of Tilsit, 1807 A.D.) স্বাক্ষরে বাধ্য হন। যুদ্ধ নিরর্থক দেখে অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়াও এই সন্ধিতে যোগ দেয়। এই সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়ন কার্যত ইউরোপের একচ্ছত্র অধিপতিতে পরিণত হন এবং তাঁর গৌরব-রবি সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। ইংল্যান্ড ছাড়া সমগ্র ইউরোপ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। বস্তুত এ সময় থেকে তাঁর পতনেরও শুরু হয়।

টিলসিটের সন্ধি

ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য জয় করে তিনি নানাভাবে ইউরোপের পুনর্গঠন করেন। জার্মানির ৩০০টি রাজ্যকে (মতান্তরে ২৫০টি) ভেঙে ৩৯টি রাজ্যে পরিণত করে তিনি জার্মান ঐক্যের পথ প্রস্তুত করেন। এই ৩৯টি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয় *কনফেডারেশন অব রাইন*, *কিংডম অব ওয়েস্টফেলিয়া* এবং *গ্র্যান্ড ডাচি অব ওয়ারশ*। উত্তর ও দক্ষিণ ইতালিতেও দুটি পৃথক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব রাজ্যে তিনি নিজ ভ্রাতা, সৎপুত্র ও নিকট আত্মীয়দের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। এইভাবে তাঁর হস্তক্ষেপে ইউরোপের মানচিত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটে।

ইউরোপের পুনর্গঠন

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ মহাদেশীয় ব্যবস্থা ঃ নেপোলিয়নের পতনে এর ভূমিকা (The Continental System : It's Role in the Downfall of Napoleon) ঃ

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন উপলব্ধি করেন যে, ইউরোপের সব শক্তি তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে বাধ্য হলেও একমাত্র ইংল্যান্ড প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ

পটভূমি

Scanned with CamScanner

চালিয়ে যাচ্ছে। *নীলনদের যুদ্ধ* (১৭৯৮ খ্রিঃ) ও *ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধে* (১৮০৫ খ্রিঃ) শোচনীয় পরাজয়ের পর তিনি স্পষ্টতই উপলব্ধি করেন যে, 'সমুদ্রের রানি' ইংল্যান্ডকে কখনোই সামুদ্রিক যুদ্ধে পরাজিত করা সম্ভব নয়। এই কারণে অন্তত দু'বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা করেও তিনি তা বাতিল করে দেন। ইংল্যান্ডকে 'হাতে মারা' সম্ভব নয় বলে তিনি তাকে 'ভাতে মারার' ব্যবস্থা করেন। একটি অর্থনৈতিক অবরোধের নীতি গ্রহণ করে তিনি ঘোষণা করেন যে, ইউরোপের কোনও বন্দরে কোনও ব্রিটিশ জাহাজ যেতে পারবে না এবং ইউরোপের কোনও রাষ্ট্র ইংল্যান্ড থেকে কোনও পণ্য আমদানি করতে পারবে না। ইংল্যান্ডকে পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর এই অর্থনৈতিক অবরোধের নীতি *'মহাদেশীয় ব্যবস্থা'* বা *'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম'* নামে পরিচিত। সমগ্র মহাদেশ বা 'কন্টিনেন্ট' (Continent)-কে নেপোলিয়ন এই সামুদ্রিক অবরোধের আওতায় এনেছিলেন বলে তার নাম হয় *'মহাদেশীয় অবরোধ'* বা *'কন্টিনেন্টাল সিস্টেম'*।

উদ্দেশ্য

ঐতিহাসিক *কোবান*-এর মতে, নেপোলিয়ন কর্তৃক মহাদেশীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। (১) ইংল্যান্ডের শক্তির মূল উৎস ছিল তার উন্নত শিল্প ও বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক বাণিজ্য। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত ইংল্যান্ডের বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে আমদানি করা পণ্যাদি এবং নিজেদের কারখানায় উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মালপত্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করে ইংল্যান্ড নিজ অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করে এবং বিশ্বের অন্যতম ধনশালী দেশে পরিণত হয়। নেপোলিয়ন তাই ইংরেজ জাতিকে *'দোকানদারের জাত'* ('A Nation of Shop-keepers') বলে ব্যঙ্গ করতেন। তিনি মনে করতেন যে, ইউরোপের বাজারে যদি ইংল্যান্ড থেকে আগত মালের আমদানি বন্ধ করা যায়, তাহলে ইংল্যান্ডের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হবে, অর্থনীতি ভেঙে পড়বে, বন্ধ কারখানার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও জাহাজের নাবিকরা কর্মহীন হয়ে পড়বে এবং ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এইসব মানুষের সমবেত বিক্ষোভের ফলে ইংল্যান্ড তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হবে। (২) এছাড়া, তাঁর আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। *অ্যালফ্রেড কোবান*, *ক্লদ ফোলেন* (Claude Fohlen), *ভি. ক্রনিন* (V. Cronin) প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে, নেপোলিয়ন মনে করেছিলেন যে, ইংল্যান্ড ইউরোপে তার বাজার হারালে ফ্রান্স তা দখল করবে। এর ফলে ফরাসি শিল্প পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে, পৃথিবীর নানা স্থানে ফরাসি শিল্পজাত পণ্যের বাজার মিলবে এবং ফ্রান্স সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে। সুতরাং কেবল যুদ্ধ জয় নয়—শিল্পক্ষেত্রে ফরাসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। *কোবান* একেই বলেছেন *'বোনাপার্টিস্ট কোলবার্টিজম'* ('Bonapartist Colbertism')। ফ্রান্সের শিল্পায়নের ধারণাকে কার্যকরী করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্সের শিল্পপতিদের নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলায় উৎসাহ দেন, বিদেশ থেকে নতুন প্রযুক্তি আমদানির ব্যবস্থা করেন, কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, শিল্পমেলার ব্যবস্থা করা হয় এবং নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কারকদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়। *অ্যালফ্রেড কোবান* বলেন যে, কেবলমাত্র ইংল্যান্ডকে পদানত করাই নয়—ফ্রান্সের সম্পদ ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করাও মহাদেশীয় ব্যবস্থার

লক্ষ্য ছিল।[১] *জর্জ রুদে* বলেন যে, ফ্রান্সের শিল্পকে রক্ষা করার প্রাথমিক উদ্দেশ্য নিয়ে নয়—ইংল্যান্ডকে পদানত করাই ছিল এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।[২] (৩) এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য। নেপোলিয়ন মনে করেছিলেন যে, ব্যাপক শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে ফ্রান্সে যে পুঁজিপতি শ্রেণির সৃষ্টি হবে, তারা তাঁর স্বৈরতন্ত্রের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবে।

উদ্ভাবক : নেপোলিয়ন-এর পূর্বে

এখানে মনে রাখা দরকার যে, নেপোলিয়ন কিন্তু এই নীতির উদ্ভাবক ছিলেন না বা এই ধরনের অর্থনৈতিক অবরোধ নতুন কিছু ছিল না। (১) অষ্টাদশ শতকে মার্কেন্টাইল মতবাদে বিশ্বাসী বহু রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল। মার্কেন্টাইল মতবাদের মূল কথা হল অন্য রাষ্ট্র থেকে নিজ দেশে পণ্য আমদানি কমিয়ে, নিজ রাষ্ট্রের পণ্যাদির রপ্তানি বৃদ্ধি করা। এই ব্যবস্থায় বিদেশি রাষ্ট্র থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর অধিক হারে শুল্ক আরোপের নিয়ম ছিল। (২) কোলবেয়ারের সময় থেকেই ফ্রান্স ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করে আসছিল। নেপোলিয়ন এই নীতিই অনুসরণ করেন এবং তাঁর লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস করে তার অর্থনীতিতে বিরাট আঘাত হানা। (৩) বিপ্লবী যুদ্ধের সময় এই নীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিপ্লবী সরকার ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র ব্রিটেন-জাত পণ্যাদির প্রবেশ নিষিদ্ধ করে এবং ব্রিটেনের সঙ্গে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের বাণিজ্য চুক্তিটি বাতিল করা হয়। (৪) ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক সম্পর্ক একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

নেপোলিয়ন-এর ভূমিকা

নেপোলিয়ন এই ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত রূপ দিয়েছিলেন। কেবলমাত্র ফ্রান্স নয়—সমগ্র ইউরোপের উপকূল ইংল্যান্ডের কাছে বন্ধ করে দিয়ে তিনি এই ব্যবস্থাকে বিস্তৃততর করার উদ্যোগ নেন। (১) ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের পর নেপোলিয়ন এই ব্যবস্থাকে হ্যানোভার উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত করেন, কিন্তু এর দ্বারা ইংল্যান্ডের মতো একটি বাণিজ্য-সমৃদ্ধ ও নৌশক্তিতে বলীয়ান দেশকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হয় নি। বাল্টিক ও অ্যাড্রিয়াটিক সাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরে ইংল্যান্ডের অবাধ যাতায়াত ছিল। (২) ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়নের বিশ্বস্ত সেনাপতি মন্টজেলার্ড (Montgaillard) তাঁর রিপোর্টে অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা ইংল্যান্ডের শক্তি ধ্বংসের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন যে, "ইংল্যান্ডকে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে আক্রমণ করতে হবে। ......ব্রিটিশ বাণিজ্য ধ্বংস করার অর্থ হল ইংল্যান্ডের হৃদয়ে আঘাত করা।" মন্টজেলার্ড রিপোর্টকেই কন্টিনেন্টাল সিস্টেমের খসড়া বলা যায়। (৩) ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ-বিজয়ের পর কার্যত সমগ্র ইউরোপ নেপোলিয়নের অধীনে আসে। তিনি উপলব্ধি করেন যে স্পেন, পর্তুগাল,

[১] "It was a device not only for defeating England, but also for ensuring French economic supremacy."—*A History of Modern France*, Vol. II, P. 47.

[২] "The aim was no longer primarily to protect the industries of France and conserve her bullion but to force Britain to surrender by choking her commerce and draining her of her gold."

অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার সাহায্য পেলে সমগ্র ইউরোপে ব্রিটেনের জাহাজ চলাচল ও পণ্য সরবরাহ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যাবে।

বার্লিন ডিক্রি

এই ব্যবস্থা কার্যকর করে তুলতে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর নেপোলিয়ন *বার্লিন ডিক্রি* (Berlin Decree) বা হুকুমনামা জারি করেন। বলা হয় যে, (১) ফ্রান্স বা তার মিত্র বা নিরপেক্ষ দেশের বন্দরগুলিতে ইংল্যান্ড বা তার উপনিবেশগুলি থেকে আসা কোনও জাহাজকে ঢুকতে দেওয়া হবে না এবং (২) ইংল্যান্ডের কোনও পণ্য এইসব দেশের বন্দরে নামতে দেওয়া হবে না। (৩) যদি ইংল্যান্ডের কোনও মাল অন্য দেশের জাহাজ মারফত নামানো হয় তবে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। *টিলসিটের সন্ধি* (১৮০৭ খ্রিঃ)-র পর অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া এবং পরের বছর স্পেন ও পর্তুগাল এই ব্যবস্থায় যোগ দিতে রাজি হয়।

'অর্ডার-ইন-কাউন্সিল'

এর প্রত্যুত্তরে ইংল্যান্ডের মন্ত্রিসভা ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে *'অর্ডার-ইন-কাউন্সিল'* (Order-in-Council) জারি করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পাল্টা অবরোধ ঘোষণা করে। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয় যে, (১) ফ্রান্স ও তার মিত্র দেশগুলির বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের নৌ-অবরোধ ঘোষিত হল। (২) এইসব দেশের বন্দরে কোনও দেশের—এমনকী নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ পর্যন্ত ঢুকতে পারবে না। এই আদেশ লঙ্ঘিত হলে ইংল্যান্ড সেই জাহাজ ও তার মালপত্র বাজেয়াপ্ত করবে। (৩) যদি কোনও নিরপেক্ষ দেশের জাহাজকে নিতান্তই ফ্রান্স বা তার মিত্র দেশগুলির বন্দরে যেতে হয়, তাহলে সেই জাহাজকে প্রথমে ইংল্যান্ডের কোনও বন্দরে এসে উপযুক্ত শুল্ক বা ফি দিয়ে লাইসেন্স নিয়ে ফ্রান্স বা তার মিত্রদেশের বন্দরে যেতে হবে। (৪) ব্রিটেনের নবনিযুক্ত বিদেশমন্ত্রী ক্যানিং বুঝেছিলেন যে, ফ্রান্স নৌশক্তি বৃদ্ধি করে এই অবরোধ ব্যবস্থা অনায়াসে বানচাল করে দিতে পারে। সেই সময় ডেনমার্কের একটি শক্তিশালী নৌবহর ছিল। ফ্রান্স যাতে এই নৌবহর দখল করে শক্তি বৃদ্ধি করতে না পারে, এজন্য ইংল্যান্ড এই নৌবহর ধ্বংস করে দেয়।

মিলান ডিক্রি

এর উত্তরে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে নেপোলিয়ন *মিলান ডিক্রি* (Milan Decree) বা হুকুমনামা জারি করে বলেন যে, (১) কোনও নিরপেক্ষ বা মিত্ররাষ্ট্র কোনও অবরুদ্ধ বন্দরে জাহাজ পাঠালে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। (২) নিরপেক্ষ বা মিত্রদেশের কোনও জাহাজ *'অর্ডার-ইন-কাউন্সিল'* অনুসারে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে লাইসেন্স নিলে তা ইংল্যান্ডের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে এবং তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। (৩) ব্রিটেনের কোনও বন্দরে কোনও নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ প্রবেশ করলে তা শত্রুদেশের জাহাজ বলে বিবেচিত হবে।

ওয়ারশ ডিক্রি ও ফন্টেন ব্ল্যু ডিক্রি

নেপোলিয়ন এতেও সন্তুষ্ট হন নি। এরপর তিনি *ওয়ারশ ডিক্রি* (Warshaw Decree, 1807 A.D.) এবং *ফন্টেন ব্ল্যু ডিক্রি* (Fontainebleau Decree, 1810 A.D.) জারি করে বলেন যে, আদেশ ভঙ্গ করার অপরাধে যে সব ব্রিটিশ মাল বাজেয়াপ্ত করা হবে, তাতে প্রকাশ্যে অগ্নিসংযোগ করা হবে। *বার্লিন ডিক্রি, মিলান ডিক্রি, ওয়ারশ ডিক্রি* এবং *ফন্টেন ব্ল্যু ডিক্রি*-র নীতিগুলিকে একযোগে কন্টিনেন্টাল সিস্টেম বা মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা বলা হয়।

কার্যকারিতা

এই ব্যবস্থা সফল করতে নেপোলিয়ন যথেষ্ট উদ্যোগ নেন। (১) ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে **প্রাশিয়া**-র তৃতীয় ফ্রেডারিক উইলিয়াম, (২) ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে **রাশিয়া**-র জার প্রথম আলেকজান্ডার এবং (৩) ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে **অস্ট্রিয়া**-র সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হন। (৪) **ওলন্দাজ** বণিকরা এই ব্যবস্থা গ্রহণে অসম্মত হলে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন হল্যান্ড দখলের জন্য একদল ফরাসি সেনা পাঠান। (৫) এ বছরেই **হেলিগোল্যান্ডে** ব্রিটেনের চোরাকারবার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন জার্মানির সমগ্র উত্তর-পশ্চিম উপকূল অঞ্চল সরাসরি দখল করেন। (৬) ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে টিলসিটের সন্ধির পর রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার এই ব্যবস্থা মেনে নেন, কিন্তু পোপ নিরপেক্ষ থাকার প্রস্তাব দেন। এর ফলে নেপোলিয়ন তাঁকে বন্দি করেন। (৭) এই ব্যবস্থা সফল করতে গিয়ে নেপোলিয়ন **পর্তুগাল ও স্পেন** দখল করেন। ইংল্যান্ডের মিত্র পর্তুগাল এই ব্যবস্থা মেনে নিলেও ব্রিটিশ পণ্যাদি দখল করতে রাজি হয় নি। এর ফলে নেপোলিয়ন পর্তুগাল দখল করেন। নেপোলিয়নের অনুগত রাষ্ট্র স্পেনের উপর দিয়ে ফরাসি সেনা পর্তুগালে যায়—এ সত্ত্বেও তিনি স্পেন দখল করেন। তার ফলে শুরু হয় *উপসাগরীয় যুদ্ধ*। (৮) **সুইডেন** এই ব্যবস্থা মানতে চায় নি। এর ফলে নেপোলিয়নের মিত্র রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার সুইডেন আক্রমণ করেন। সুইডেন এই ব্যবস্থা মানতে বাধ্য হয়।

ইংল্যান্ডে প্রভাব

এই ব্যবস্থার সূচনা-পর্বে ইংল্যান্ডকে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আগে নিজ দেশে প্রস্তুত পণ্যের এক-তৃতীয়াংশ এবং উপনিবেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের তিন-চতুর্থাংশ ইংল্যান্ড ইউরোপের বাজারে বিক্রি করত। এই বাজার বন্ধ হওয়ায় ইংল্যান্ড ঘোরতর অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। বাজারের অভাবে ব্রিটিশ পণ্যাদি গুদামে পচতে থাকে। ১৮১১-১৮১২ খ্রিস্টাব্দে এই সংকট তীব্রতর হয়ে ওঠে। শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস, বেকারত্ব বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, লুড গোষ্ঠীর শ্রমিকদের দাঙ্গা প্রভৃতি ইংল্যান্ডকে চরম সমস্যায় ফেলে। *'অর্ডার-ইন-কাউন্সিল'* দ্বারা আমেরিকান পণ্যাদি ইউরোপে প্রবেশ নিষিদ্ধ হলে, আমেরিকাও ব্রিটিশ পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড মার্কিন জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করলে দুই দেশের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ড সাময়িকভাবে প্রবল সমস্যায় পড়লেও অচিরেই তা কাটিয়ে ওঠে। (১) সাময়িকভাবে ইউরোপে তার পুরোনো বাজার বন্ধ হলেও ১৮০৬ থেকে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, তুরস্ক, বাল্টিক সাগর ও আটলান্টিক উপকূল অঞ্চলে নতুন বাজার আবিষ্কার করে ইংল্যান্ড তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়। (২) সমুদ্রপথে নিরপেক্ষ দেশগুলির জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে ইংল্যান্ড ওইসব দেশের মাল চোরাপথে সমগ্র ইউরোপের গোটা উপকূলবর্তী অঞ্চলে চালান করতে থাকে। নৌবল না থাকায় নেপোলিয়নের পক্ষে এই চোরাচালান বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। এর ফলে ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে নতুন জোয়ার আসে। (৩) নিজ আর্থিক সংকট কাটাবার জন্য ইংল্যান্ড *'অর্ডার-ইন-কাউন্সিল'* শিথিল করে নিরপেক্ষ দেশগুলিকে অবাধে লাইসেন্স দিতে থাকে। ১৮০৭ থেকে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ড প্রায় ৪৪,৩৪৬টি লাইসেন্স দেয়।

Scanned with CamScanner

(৪) অনাবৃষ্টি ও শস্যহানির ফলে ১৮১০ থেকে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ডের খাদ্য-সংকট চরমে ওঠে। এ সময় নেপোলিয়ন আরেকটি মারাত্মক ভুল করেন। এ সময় মার্কেন্টাইলবাদী নেপোলিয়ন ফ্রান্সের উদ্বৃত্ত খাদ্য ইংল্যান্ডে পাঠান। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রয়োজনীয় গমের ৮০ শতাংশ এসেছিল ফ্রান্স ও তার বন্ধু দেশগুলি থেকে। এভাবে তিনি ইংল্যান্ডকে 'ভাতে মারার' একটি অপূর্ব সুযোগ হারান। ***হল্যান্ড রোজ*** (Holland Rose) লেখেন যে, নেপোলিয়ন খাদ্য-সংকট বজায় রাখলে ইংল্যান্ড আত্মসমর্পণে বাধ্য হত, কিন্তু তিনি ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আসলে মার্কেন্টাইলবাদী নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডে খাদ্যশস্য রপ্তানি করে ইংল্যান্ডের সঞ্চিত সম্পদ শুষে নেওয়া। ***রুদে*** বলেন যে, নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডের মানুষকে অনাহারে না মেরে ফ্রান্সের বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া, তাঁর কিছু বাধ্যবাধকতাও ছিল। অবরোধ প্রথার ফলে ফ্রান্সে গমের পাহাড় গড়ে উঠেছিল। এর ফলে বণিকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই ক্ষোভ প্রশমনের জন্য তিনি ইংল্যান্ডে গম রপ্তানি করতে বাধ্য হন। ***মোর্স স্টিফেনস***-এর মতে, "মহাদেশীয় অবরোধ সামগ্রিকভাবে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিই ঘটায়—অবনতি নয়।[১]

শেষ পর্যন্ত মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার পেছনে নানা কারণ ছিল। (১) এই অবরোধ কার্যকর করার প্রথম শর্তই হল শক্তিশালী নৌ-বাহিনী।

ব্যর্থতার কারণ

ইউরোপের সুদীর্ঘ উপকূলভাগের উপর নজর রাখার মতো শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ফ্রান্সের ছিল না। অপরপক্ষে, ইংল্যান্ড তার শক্তিশালী নৌ-বাহিনীর সাহায্যে *'অর্ডার-ইন-কাউন্সিল'* কার্যকরী করতে সমর্থ হয়। (২) শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের কারখানাগুলিতে উন্নত মানের বিভিন্ন পণ্যাদি উৎপাদিত হত এবং ইউরোপের বাজারে ওইসব পণ্যের চাহিদাও ছিল ব্যাপক। ইংল্যান্ড উল ও তুলা দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি, চা, কফি এবং চিনির একচেটিয়া ব্যবসা করত। ফ্রান্সের মতো শিল্পে অনুন্নত একটি দেশের পক্ষে ওই চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। নেপোলিয়ন তাই ইউরোপবাসীকে কফির বদলে চিকোরি, আখের চিনির বদলে বিটের চিনি প্রভৃতি বিকল্পের উপর নির্ভর করার পরামর্শ দেন। ইউরোপের মানুষ উচ্চমূল্যে ফরাসি দ্রব্যাদি কিনতে বাধ্য হয়। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় এবং ওইসব দেশের জনগণ নেপোলিয়নের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। (৩) ফরাসি জনগণের অবস্থাও চরমে পৌঁছায়। তারা নেপোলিয়নের প্রতি সব আস্থা হারিয়ে ফেলে—এমনকী তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার চক্রান্তও শুরু হয়। ঐতিহাসিক *মারখাম* (Markham) বলেন, "এ সময় থেকেই ফরাসি জনসাধারণ তাঁর সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে।"[২] (৪) ইউরোপের বিভিন্ন দেশ—এমনকী ফ্রান্সেও ইংল্যান্ড-জাত পণ্যাদির ব্যাপক চোরাচালান শুরু হয়, যা রোধ করার শক্তি নেপোলিয়নের ছিল না। নেপোলিয়ন এই ব্যবস্থার অসারতা উপলব্ধি করেন

[১] "The system, on the whole, increased rather than decreased the commercial prosperity of England."

[২] "From this period they became indifferent to Napoleon's fate."

এবং ইংল্যান্ড থেকে মাল আমদানিকারকদের অর্থের বিনিময়ে গোপনে লাইসেন্স দিতে শুরু করেন। তিনি নিজে সেনাদলের ব্যবহারের জন্য ৫০ হাজার কোট ও জুতো ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করেন। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে।

নেপোলিয়নের পতনে মহাদেশীয় ব্যবস্থার ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। (১) মহাদেশীয় ব্যবস্থা সমগ্র ইউরোপে এক ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে এবং সর্বত্রই জনগণের

নেপোলিয়নের পতনে ভূমিকা

দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। সমগ্র ইউরোপের শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয়, বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং বন্দরগুলি কর্মহীন হয়ে পড়ে। (২) ***জর্জ রুদে***-র মতে, এই ব্যবস্থা ফ্রান্সের পক্ষে 'বুমেরাং' হয়ে দাঁড়ায়, যা আক্রান্তের চেয়ে আক্রমণকারীরই বেশি ক্ষতি করে। এর ফলে ফ্রান্সে ঘোরতর অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। শ্রমিক ছাঁটাই ও বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। মূলহাউজে (Mulhouse) ৬০ হাজার শ্রমিকদের মধ্যে ৪০ হাজার শ্রমিক এবং লিয়ঁতে ২৫ হাজারের মধ্যে ২০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে যায়। ক্ষুধার্ত মানুষকে নেপোলিয়ন ভয় পেতেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্ষুধার্ত জেকোবিন জনতার রুদ্র রূপ দেখেছিলেন। ১৮১১-১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনায় তিনি আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। (৩) এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করতে গিয়ে নেপোলিয়নকে ইউরোপের উপকূল অঞ্চলের প্রায় ২০০০ মাইল এলাকা জয় করে তা রক্ষার জন্য ছোটাছুটি করতে হয়। এর ফলে ফরাসি সেনাদল ও সম্পদের উপর প্রবল চাপ পড়ে। বহু নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ দেশ জয় করার ফলে তাঁর বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি মসীলিপ্ত হয়। ইউরোপের অনিচ্ছুক দেশগুলিতে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। (৪) রোমের পোপ এই ব্যবস্থা মানতে অসম্মত হতে নেপোলিয়ন তাঁকে বন্দি করেন। এর ফলে সমগ্র ক্যাথলিক জগতে প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার হয়। নেপোলিয়নের ভ্রাতা লুই হল্যান্ডে এই নির্দেশ কার্যকরী করতে অস্বীকৃত হলে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয় এবং হল্যান্ডকে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। (৫) ইংল্যান্ডের অনুগত পর্তুগাল এই নির্দেশ অগ্রাহ্য করলে নেপোলিয়ন স্পেনের বিনা অনুমতিতে স্পেনের ভিতর দিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে যান (১৮০৭ খ্রিঃ) এবং পর্তুগালে এই ব্যবস্থা কার্যকর করেন। (৬) ফেরার পথে স্পেনের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ নিয়ে তিনি **স্পেন** দখল করেন এবং নিজ ভ্রাতা যোসেফ-কে সিংহাসনে বসান। সমগ্র স্পেনবাসী এই 'জাতীয় অপমানের' বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। পর্তুগাল ও ইংল্যান্ড স্পেনের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং তাঁর মর্যাদা বিপর্যস্ত হয়। তিনি নিজেই মন্তব্য করেন যে, '*স্পেনীয় ক্ষত*'-ই তাঁর পতন ঘটিয়েছে। (৭) **রাশিয়া** মহাদেশীয় ব্যবস্থা মানতে অস্বীকৃত হলে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জুন ৬ লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী-সহ তিনি রাশিয়া অভিযান করেন এবং সেখানে তাঁর 'গ্র্যান্ড আর্মি' পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। (৮) এই পরাজয়ের সংবাদে **প্রাশিয়া**-য় প্রবল গণ-জাগরণ দেখা দেয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে *চতুর্থ শক্তিজোট* গঠিত হয় এবং তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। শত্রু ইংল্যান্ডকে জব্দ করতে গিয়ে তিনি নিজেই নতুন থেকে নতুনতর সংকটের আবর্তে পতিত হন এবং এই মহাদেশীয় অবরোধই হল তাঁর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। ঐতিহাসিক

Scanned with CamScanner

লজ বলেন, "মহাদেশীয় অবরোধ ছিল একজন কূটনীতিক হিসেবে নেপোলিয়নের ব্যর্থতার সর্বাপেক্ষা বড়ো প্রমাণ।"[১]

নবম পরিচ্ছেদ : উপদ্বীপের যুদ্ধ (The Peninsular War) :

পর্তুগাল দখল

মহাদেশীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে গেলে নেপোলিয়নের পক্ষে সমগ্র আইবেরীয় উপদ্বীপ অর্থাৎ পর্তুগাল ও স্পেনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। পর্তুগাল ছিল ইংল্যান্ডের পুরোনো মিত্র। প্রায় এক শতক ধরে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং পর্তুগাল ছিল ব্রিটিশ বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। *'বার্লিন ডিক্রি'* জারির পর নেপোলিয়ন পর্তুগাল-রাজকে ইংল্যান্ডের সঙ্গে সকল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং ব্রিটিশ পণ্যাদি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন। পর্তুগাল-রাজ এই নির্দেশ অমান্য করলে নেপোলিয়ন স্পেনের সঙ্গে *ফন্টেন ব্লু-র গোপন সন্ধি* (১৮০৭ খ্রিঃ) স্বাক্ষর করেন। স্থির হয় যে, ফ্রান্স ও স্পেনের যুগ্ম বাহিনী পর্তুগাল আক্রমণ করবে এবং জয়লাভের পর তারা পর্তুগাল ও তার উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে **মার্শাল জুনো**-র নেতৃত্বে ফ্রান্স ও স্পেনের যুগ্মবাহিনী স্পেনীয় ভূখণ্ড অতিক্রম করে পর্তুগাল দখল করে। পর্তুগাল রাজপরিবার ব্রাজিলে পালিয়ে যায়। পর্তুগালে মহাদেশীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

নেপোলিয়নের স্পেন অভিযানের কারণ

কেবলমাত্র পর্তুগাল নয়—নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল স্পেন জয়। তাঁর স্পেন আক্রমণের পশ্চাতে একাধিক কারণ ছিল। (১) *মার্কহাম* (Markham) বলেন যে, নেপোলিয়ন স্পেনীয় নৌ-বাহিনী সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। ট্রাফালগারের যুদ্ধের সময় এই নৌ-বাহিনী তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করে। ওই সময় থেকেই এই নৌ-বাহিনী দখল করে তাকে আরও শক্তিশালী করে তোলবার ইচ্ছা তিনি পোষণ করতেন। (২) নেপোলিয়ন মনে করেছিলেন যে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো স্পেনের জনসাধারণও তাঁকে 'মুক্তিদাতা' বলে অভিনন্দন জানাবে। এছাড়া, বিপ্লবী সংস্কারসমূহ প্রবর্তন করলে স্পেনের মধ্যবিত্ত শ্রেণি তাঁর সমর্থকে পরিণত হবে। (৩) পর্তুগাল অভিযানের সময় ফরাসি সেনাদল স্পেনের মধ্য দিয়ে যায় এবং এ সময় প্রাশিয়া-সংক্রান্ত কিছু দলিল নেপোলিয়নের হাতে আসে। তাতে দেখা যায় যে, স্পেনের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী মন্ত্রী এবং কার্যত প্রধান শাসক গোদয় প্রাশিয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা করেছেন। এই পরিকল্পনা বানচাল করার জন্য নেপোলিয়নের স্পেন দখল অপরিহার্য ছিল। (৪) তিনি আরও মনে করেন যে, ফ্রান্সের প্রাকৃতিক সীমা এবং নিজ বংশের শাসন বজায় রাখতে গেলে স্পেন দখল অতি প্রয়োজনীয়।

স্পেনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন খুবই বিশৃঙ্খল ছিল। বুরবোঁ রাজবংশের একটি শাখা তখন স্পেন শাসন করত। স্পেন-রাজ **চতুর্থ চার্লস** ছিলেন অযোগ্য ও ব্যক্তিত্বহীন।

[১] "The Continental System was the most stupendous proof of Napoleon's incapacity as a statesman."

স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা

প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ছিল রানির প্রিয়পাত্র ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী **গোদয়**-এর হাতে। রাজার মৃত্যুর পর তিনি স্পেনের সিংহাসন দখলের চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। অপরদিকে **যুবরাজ ফার্দিনান্দ**-এর পক্ষে পুরো ব্যাপারটি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি তাঁর দুর্বলচিত্ত পিতা, দুশ্চরিত্রা মাতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী গোদয় এবং তাঁদের কার্যকলাপ মানতে পারছিলেন না। জনগণ ছিল যুবরাজের পক্ষে। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির অবসানের জন্য তিনি নেপোলিয়নের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি পরিস্থিতির সুযোগ নেন। তিনি গোদয়-কে বন্দি করেন এবং স্পেন-রাজ চতুর্থ চার্লস ও যুবরাজ ফার্দিনান্দকে ভীতি-প্রদর্শনের মাধ্যমে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করেন। স্পেনের সিংহাসনে বসানো হয় নেপোলিয়নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা **যোসেফ বোনাপার্ট**-কে (১৫ই জুন, ১৮০৮ খ্রিঃ)। যোসেফের ছেড়ে আসা নেপলস্-এর সিংহাসনে বসেন মুরাট (Murat)।

নেপোলিয়নের স্পেন দখল ও প্রতিক্রিয়া

নেপোলিয়নের স্পেন দখল ছিল চরম হঠকারিতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। তিনি স্পেনবাসীর মানসিকতাকে বুঝতে পারেন নি। *রুদে* বলেন যে, এটি ছিল একটি মারাত্মক ভ্রান্তি ("It was a serious miscalculation.")। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ স্পেনবাসীর পক্ষে নেপোলিয়নের এই নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। পিরেনিজ থেকে জিব্রাল্টার পর্যন্ত সমগ্র স্পেন চরম বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্পেনের ধর্মভীরু ও অশিক্ষিত কৃষকরা দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ শুরু করে এবং সাধারণ মানুষ দলে দলে এই সেনাদলে যোগদান করে। ক্যাথলিক গির্জা এবং অভিজাত শ্রেণির প্রভাবে স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠে অসংখ্য *'জুন্টা'* বা বিদ্রোহী প্রতিরোধ সমিতি। ক্যাডিজে শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি কেন্দ্রীয় জুন্টা। এই সংগঠনগুলি নিজেদের হাতে স্থানীয় প্রশাসন তুলে নেয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম চালাতে থাকে। আন্দোলনের ব্যাপকতায় সিংহাসনে বসার মাত্র এগারো দিন পর যোসেফ রাজধানী ছাড়তে বাধ্য হন। নেপোলিয়নের কাছে এ ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। এতদিন তিনি জার্মানি ও ইতালিতে রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু স্পেনেই তিনি সর্বপ্রথম গেরিলা পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয় বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। ***অধ্যাপক ডেভিড টমসন*** লিখছেন যে, এতদিন পর্যন্ত নেপোলিয়ন বেতনভুক পেশাদার সেনাদেরই পরাজিত করেছিলেন—এখন তিনি ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেন।[১]

■ **যুদ্ধের গতিধারা :** (ক) ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র বিশ্ববাসীকে চমকিত করে *বেলেনের যুদ্ধে* স্পেনীয়রা ফরাসি বাহিনীকে পরাজিত করে এবং ২০ হাজার সেনা-সহ ফরাসি সেনাপতি **দুপঁ** আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। এই ঘটনার প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। (১) এটি ছিল স্পেনবাসীর প্রথম জয়—এর ফলে তারা নববলে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন শক্তিশালী হয়। (২) নেপোলিয়ন অপরাজেয়—এই ধারণা

[১] "Hitherto Napoleon had defeated professional salaried soldiers, now he faced a nation."

Scanned with CamScanner

ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এই ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি জার্মানি থেকে তাঁর 'গ্র্যান্ড আর্মি'-র একটি অংশকে স্পেনে পাঠান এবং নিজে স্পেনীয় যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (৩) এই ঘটনা পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে। (৪) পর্তুগাল ব্রিটেনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। **(খ)** পর্তুগাল ও স্পেনে নেপোলিয়ন-বিরোধী এই গণ-অভ্যুত্থান *পেনিনসুলার যুদ্ধ* (Peninsular War) বা *উপদ্বীপের যুদ্ধ* নামে পরিচিত। পর্তুগালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে ১৩ হাজার ইংরেজ সেনা-সহ **আর্থার ওয়েলেসলি** (পরবর্তীকালের ডিউক অব ওয়েলিংটন) পর্তুগালে উপস্থিত হন। তিনি ছিলেন ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলি-র মধ্যম ভ্রাতা। তিনি *ভিমিয়েরো-র যুদ্ধে* (Battle of Vimiero) ফরাসি সেনাপতি জুনো-কে পরাস্ত করেন। *সিন্ত্রার কনভেনশন* (Convention of Cintra) অনুসারে জুনো-কে পর্তুগাল ত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়। ইংরেজ সেনা পর্তুগালের রাজধানী লিসবন দখল করে। (গ) এই অবস্থায় ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্বয়ং নেপোলিয়ন স্পেনে উপস্থিত হন। স্পেনবাসীর চরম প্রতিরোধকে চূর্ণ করে ডিসেম্বর মাসে তিনি রাজধানী মাদ্রিদ দখল করেন। ভ্রাতা যোসেফ আবার স্পেনের সিংহাসনে বসেন। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন *করুন্নার যুদ্ধে* (Battle of Corunna) ইংরেজ সেনাপতি স্যার জন মুর-কে পরাস্ত করেন। এ সময় ইউরোপের অন্যান্য সংকটে জড়িয়ে পড়ার ফলে নেপোলিয়ন স্পেনীয় যুদ্ধে আর মন দিতে পারেন নি। তিনি স্পেন ত্যাগে বাধ্য হন এবং এরপর ব্যক্তিগতভাবে তিনি আর স্পেনের যুদ্ধে যোগ দেন নি। (ঘ) ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ওয়েলেসলি আবার লিসবনে আসেন এবং *ট্যালাভেরার যুদ্ধে* (Battle of Talavera) ফরাসি সেনাপতি ভিক্টর-কে পরাজিত করেন। তিনি অবশ্য মাদ্রিদ দখল করতে পারেন নি। তাঁর সাফল্যে খুশি হয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে *ভাইকাউন্ট ওয়েলিংটন* (Viscount Wellington) উপাধিতে ভূষিত করেন। (ঙ) *ওয়াগ্রামের যুদ্ধে* অস্ট্রিয়াকে পরাস্ত করার পর নেপোলিয়ন ১ লক্ষ ৫০ হাজার সেনা-সহ সেনাপতি ম্যাসেনা (Massena)-কে স্পেনে পাঠান। স্পেনে অবস্থানরত সেনানায়ক সুল্ট (Soult) তাঁকে কোনোপ্রকার সহযোগিতা করেন নি। এর ফলে *টোরেস ভেড্রাস-এর যুদ্ধে* (Battle of Torres Vedras) ফরাসি বাহিনী পরাজিত হয়। (চ) ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের রুশ অভিযান (১৮১২ খ্রিঃ) শুরু হলে স্পেন ও পর্তুগাল থেকে তিনি বহু সৈন্য সরিয়ে আনেন। এর ফলে আর্থার ওয়েলেসলির সুবিধা হয়ে যায়। তিনি *স্যালামাঙ্কার যুদ্ধ* (Battle of Salamanca, 1812 A.D.) ও *ভিট্টোরিয়ার যুদ্ধে* (Battle of Vittoria, 1813 A.D.) ফরাসিদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। যোসেফ চিরতরে স্পেন-ত্যাগে বাধ্য হন। **(ছ)** এরপর ওয়েলেসলি পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ঢুকে যান। চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত হয়ে ফ্রান্স তখন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

■ **ফরাসিদের ব্যর্থতার কারণ :** স্পেনের যুদ্ধে নেপোলিয়ন তথা ফরাসিদের ব্যর্থতার জন্য নানা কারণকে দায়ী করা যায়। *স্পেনের ভৌগোলিক পরিবেশ* (১) স্পেন ছিল পাহাড়-পর্বত-অরণ্য ও জলাভূমিতে পূর্ণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি দেশ। এর জলবায়ু বড়োই বিচিত্র—শীত-গ্রীষ্মের

পরিবর্তন ছিল বড়োই আকস্মিক। এই ধরনের বিচিত্র ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নেপোলিয়ানের সেনাদলের কাছে যথেষ্ট অসুবিধাজনক ছিল। *খাদ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা* (২) স্পেন ছিল একটি পর্বতসঙ্কুল দরিদ্র দেশ। এর জনবসতি ছিল বিক্ষিপ্ত এবং কৃষিক্ষেত্রও যথেষ্ট উন্নত নয়। এখানে কোনও বিশাল সেনাবাহিনীর পরিবহন ও খাদ্য সমস্যার সমাধান সহজ ছিল না। স্পেন এমন একটি দেশ যেখানে বিশাল সেনাবাহিনী অনাহারে শুকিয়ে মরে, আর ক্ষুদ্র বাহিনী পরাজিত হয়। *গেরিলা যুদ্ধনীতি* (৩) স্পেনের এই ভৌগোলিক পরিবেশ গেরিলা যুদ্ধের অনুকূল ছিল। স্পেনীয় গেরিলারা অতর্কিত আক্রমণে ফরাসি সেনাদের ছিন্নভিন্ন করে দিত, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহে নানা বিঘ্ন ঘটাত। ***হ্যাজেন*** (Hazen) বলেন যে, "রক্ষণাত্মক যুদ্ধের জন্য স্পেন উপযুক্ত ছিল, কিন্তু আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্য তা সুবিধাজনক ছিল না।"[১] *স্পেনের জাতীয়তাবোধ* (৪) এতদিন নেপোলিয়ান বিভিন্ন রাজন্যবর্গের ভাড়াটিয়া সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। স্পেনের মানুষদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের স্বরূপ তিনি বুঝতে পারেন নি। নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের কাছে তাঁকে মাথা নত করতে হয়। (৫) স্পেনের যুদ্ধে নেপোলিয়ন পূর্ণ সময় এবং মনোযোগ দিতে পারেন নি, কারণ এ সময় তিনি মধ্য ইউরোপের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। *সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধে নামেন নি* ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি স্পেনের যুদ্ধে যোগ দেন, কিন্তু *করুন্নার যুদ্ধের* পর ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্পেন-ত্যাগে বাধ্য হন। তিনি আর স্পেনে যান নি। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেনাপতি ম্যাসেনা-কে স্পেনে পাঠান, কিন্তু তাঁকে উপযুক্ত সাহায্য দিতে ব্যর্থ হন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেনাপতি সুল্ট-কে ফ্রান্সে ফেরত পাঠান। অবশেষে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে যখন সব দিক থেকে বিধ্বস্ত তখন তিনি বিনা কারণে বেশ কিছু নির্দোষ সৈনিককে হত্যা করেন। তিনি যদি সর্বশক্তি দিয়ে স্পেনে যুদ্ধে নামতেন, তাহলে তার কী ফল হত বলা দুরূহ। এছাড়া, ফরাসি সেনাপতিদের পারস্পরিক বিদ্বেষ ও ঈর্ষা ফরাসি বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ হতে দেয় নি। *ইংল্যান্ডের সাফল্য* (৬) ইংল্যান্ডের বিরোধিতা নেপোলিয়ানের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। ইংল্যান্ড অর্থ, অস্ত্র, সৈন্য দিয়ে সর্বভাবে স্পেনকে সাহায্য করে। এছাড়া, আর্থার ওয়েলেসলির মতো দক্ষ ব্রিটিশ সেনানায়কও স্পেনীয়দের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ঐতিহাসিক *ম্যারিয়ট* লিখছেন যে, ইউরোপকে জানানো হল যে, নেপোলিয়ন অপরাজেয় নন।[২] *ক্যাথলিক ধর্ম* (৭) স্পেনের গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল ক্যাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত নিম্ন যাজক সম্প্রদায় ও পুরোহিত শ্রেণি। গির্জার সম্পত্তির উপর নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপ তাঁদের ক্ষিপ্ত করে তোলে। তাঁরা নেপোলিয়ানের বিরোধিতা করেন এবং স্পেনীয়দের যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেন। *মারখাম* বলেন যে, স্পেনের প্রতিরোধ ছিল মূলত ধর্মীয়। (৮) নেপোলিয়ন তাঁর ভ্রাতা যোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসান।

---

[১] "The country was admirable for the defensive but difficult for the offensive."

[২] "Europe was taught that Napoleon was not invincible."

স্পেনবাসী তাঁকে মেনে নেয় নি। এছাড়া, তিনি ছিলেন অযোগ্য ও অপদার্থ। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কোনও ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। তিনি সেনাপতিদের পারস্পরিক বিদ্বেষ মিটিয়ে তাঁদের লক্ষ্যকে একমুখী করতে ব্যর্থ হন। স্পেনে নেপোলিয়নের ক্ষমতার ভিত্তিই ছিল দুর্বল।

যোসেফের অযোগ্যতা

■ **স্পেনীয় যুদ্ধের প্রকৃতি ঃ** নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্পেনীয়দের গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকরা একমত নন। ***ডেভিড টমসন*** একে *'জাতীয় যুদ্ধ'* বলে অভিহিত করেছেন। বলা হয় যে, স্পেনবাসী ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই নেপোলিয়নের বিরোধিতা করেছিল। *মারখাম, রুদে* প্রমুখ ঐতিহাসিক এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। *রুদে* বলেন যে, স্পেনে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কৃষক ও নিম্ন যাজক শ্রেণি। তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল এবং তাঁদের স্বার্থও ছিল সীমিত। স্পেনে তখন বুর্জোয়া শ্রেণির কোনও অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ দ্বারা তাঁদের অনুপ্রাণিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। *মারখাম*-এর মতে, গির্জার সম্পত্তির উপর নেপোলিয়নের হস্তক্ষেপ স্পেনবাসীকে ক্ষুব্ধ করে। তিনি বলেন যে, স্পেনের প্রতিরোধ ছিল মূলত ধর্মীয় এবং এর সঙ্গে উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। আসলে স্পেনে নেপোলিয়নের সীমাহীন দম্ভ এবং চতুর্থ চার্লস ও ফার্দিনান্দকে অপসৃত করে যোসেফকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা স্পেনবাসী মানতে পারে নি। *গ্রান্ট* ও *টেম্পারলি* বলেন যে, ধর্ম ও জাতীয় দম্ভই স্পেনবাসীকে নেপোলিয়নের বিরোধিতা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই মতই যুক্তিযুক্ত।

■ **যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফলাফল ঃ** নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত জীবন এবং ফ্রান্সের ইতিহাসে উপদ্বীপের যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। নেপোলিয়ন এই যুদ্ধকে *'স্পেনীয় ক্ষত'* বলে অভিহিত করেছেন, যা তাকে ধ্বংস করেছে ("The Spanish ulcer ruined me.")। *ফিশার* বলেন যে, ফরাসি সাম্রাজ্যের সংগঠনে নেপোলিয়নের স্পেনীয় অভিযান প্রথম ফাটল সৃষ্টি করে।[১] (১) ইতিপূর্বে নেপোলিয়ন বিভিন্ন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু স্পেনে তিনি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একটি সমগ্র জাতির প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। এটি ছিল তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নতুন এবং অভিনব বিষয়। ঐতিহাসিক *ম্যারিয়ট* (Marriot) বলেন যে, নেপোলিয়নের কাছে স্পেনীয় বিদ্রোহ ছিল একটি অভিনব বিষয়, যা তিনি কখনোই চিন্তা করতে পারেন নি।[২] এই জাতীয় প্রতিরোধের মুখে নেপোলিয়নের রণকৌশল ব্যর্থ হয়। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে *বেলেনের যুদ্ধে* ২৩ হাজার ফরাসি সেনা স্পেনীয়দের হাতে বন্দি হয়।

স্পেনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

[১] "With Napoleon's Spanish enterprise the first cracks began to appear in the fabric of the French Empire."—*History of Europe,* Fisher, P. 861.

[২] "To Napoleon himself the Spanish rising was a strange thing as yet undreamt of in his philosophy."

(২) এই যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হয়। ১৮০৮ থেকে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নেপোলিয়ন গড়ে ৩ লক্ষ সেনা স্পেনে মোতায়েন করেন। স্পেনের দীর্ঘ ও ব্যয়সাপেক্ষ যুদ্ধে সেনাদলের একটি বিরাট অংশ আটক থাকায় ইউরোপের অন্যত্র তাঁর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত অধিকৃত দেশ থেকে খাদ্য ও অর্থ সংগ্রহ করে সেনাদলের ব্যয়-নির্বাহ করা হত। স্পেনে সে সুযোগ না থাকায় ফ্রান্স থেকে এই অর্থ এনে তা স্পেনে ব্যয় করা হত।

আর্থিক নীতি

(৩) এই যুদ্ধ নেপোলিয়নের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই যুদ্ধে প্রায় ৫ লক্ষ ফরাসি সেনা নিহত হয় এবং এই যুদ্ধ নেপোলিয়নের অপরাজেয় ভাবমূর্তির উপর প্রবল আঘাত হানে। স্পেনের বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত হয়ে পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, রাশিয়া—সর্বত্র জাগরণ শুরু হয়। *গ্রান্ট* ও *টেম্পারলি* (Grant and Temperly) বলেন যে, স্পেনীয় যুদ্ধ ছিল একটি দুষ্ট ক্ষত যা নেপোলিয়নের শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়।[১] ***অধ্যাপক ডেভিড টমসন*** তাঁর স্পেনীয় অভিযানকে 'পতনের পথে প্রথম ধাপ' ('First step towards ruin') বলে অভিহিত করেছেন।

চরম বিপর্যয়

দশম পরিচ্ছেদ ঃ নেপোলিয়নের রুশ অভিযান (The Russian Campaign of Napoleon) ঃ

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে *টিলসিটের সন্ধি* (Treaty of Tilsit) দ্বারা ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী গড়ে ওঠে, এবং পরের বছর ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে *এরফার্ট-এর সন্ধি* (Treaty of Erfurt) দ্বারা এই মৈত্রীচুক্তি সমর্থিত হয়। এ সত্ত্বেও ফ্রান্স-রুশ মৈত্রী বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। নেপোলিয়নকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক অভিযানে অগ্রসর হতে হয়। তাঁর নিজের মতে, এই অভিযান ছিল তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা জটিল ও বৃহত্তর পরিকল্পনা।

সূচনা

■ **বিরোধের কারণ ঃ** ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রীতে ফাটল ধরার জন্য বেশ কয়েকটি কারণকে দায়ী করা যায়।

(১) টিলসিটের সন্ধি স্বাক্ষরের কিছুদিন পরেই নেপোলিয়ন সম্পর্কে জারের আশা-ভঙ্গ হয়। (ক) তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভাগ করে নেওয়া এবং কনস্ট্যান্টিনোপল দখলের উদ্দেশ্যেই জার এই সন্ধি সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝে গেলেন যে, তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল হওয়ার নয়—নেপোলিয়ন কোনওভাবেই তুরস্ক বিভাজনে রাজি হবেন না। এই সন্ধির দ্বারা নেপোলিয়ন তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের সময় নেপোলিয়ন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। এতে জার প্রবল ক্ষুব্ধ হন। (খ) নেপোলিয়ন সুইডেনের বিরুদ্ধেও জারকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এ প্রতিশ্রুতিও পালিত হয় নি। (গ) কিছুদিনের মধ্যেই জার বুঝতে পারেন যে, নেপোলিয়ন

টিলসিটের সন্ধির বিফলতা

[১] "The Spanish War has been called the cancer that drained away the strength of Napoleon."—*Europe in 19th and 20th Centuries*, Grant and Temperley, P. 116.

Scanned with CamScanner

রাশিয়াকে তাঁর তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। (ঘ) প্রাশিয়ার নির্বাসিত দেশপ্রেমিক স্টাইন এ সময় মস্কোতে বসবাস করছিলেন। তিনি রুশ মন্ত্রীদের বোঝান যে, জার-শাসিত রাশিয়ার ফরাসি তোষণ নীতির পরিবর্তন হওয়া দরকার—অন্যথায় রাশিয়া নিজেই বিপন্ন হবে। (ঙ) ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতও রুশ নেতৃবৃন্দকে এইভাবেই বোঝাতে থাকেন এবং জারকে নেপোলিয়ন-বিরোধী বিভিন্ন রাষ্ট্রজোটে যোগ দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করতে থাকেন। এর ফলে জার টিলসিটের সন্ধি সম্পর্কে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন।

গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ারশ

(২) প্রাশিয়া-অধিকৃত পোল্যান্ডের অংশ নিয়ে নেপোলিয়ন *'গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ারশ'* (Grand Duchy of Warsaw) গঠন করেন। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে গ্যালিসিয়া দখল করে এর আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। রাশিয়ার ধারণা হয় যে, নেপোলিয়ন পূর্বেকার স্বাধীন পোল্যান্ড রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করছেন এবং সেক্ষেত্রে তিনি রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত পোল্যান্ডের অংশগুলিকে নবগঠিত *গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ারশ*-এর সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেবেন। জার এই মর্মে নেপোলিয়নের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি চান যে, পোল্যান্ডকে কখনোই একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে না। নেপোলিয়ন এই প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকৃত হলে জার সন্দিগ্ধ, ভীত ও ক্ষুব্ধ হন।

ওল্ডেনবার্গ দখল

(৩) ওল্ডেনবার্গের ডিউক ছিলেন জারের ভগ্নিপতি—তিনি জারের প্রিয় ভগিনী ক্যাথারিনকে বিবাহ করেন। তিনি মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা অগ্রাহ্য করলে নেপোলিয়ন এই রাজ্যটি দখল করেন। এই আক্রমণ ছিল টিলসিটের সন্ধির পরিপন্থী। এর ফলে জার এবং রুশ অভিজাত সম্প্রদায় নেপোলিয়নের প্রতি প্রচণ্ড বিরক্ত হন। তাঁরা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক

(৪) নেপোলিয়ন জারের ভগিনী আনা-কে বিবাহের প্রস্তাব দেন। জার, তাঁর মাতা ও রুশ দরবার এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানালে তিনি প্রবল অপমানিত বোধ করেন। এই অবস্থায় তিনি অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ-বংশীয় রাজকন্যা মারিয়া লুইসা-কে বিবাহ করেন। এর ফলে জার বিপদের আশঙ্কা করেন। তিনি মনে করেন যে, ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাশিয়ার ক্ষতি করবে।

মহাদেশীয় ব্যবস্থা

(৫) মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা গ্রহণ করে রাশিয়া প্রবল অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ইংল্যান্ড-জাত দ্রব্যাদির অভাবে রুশ জনসাধারণের দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। রাশিয়ার কারখানাগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায় এবং জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। রাশিয়া অবরোধ প্রথা মানতে বাধ্য হলেও নেপোলিয়ন নিজে ফরাসি বণিকদের ইংল্যান্ড থেকে মাল আমদানির লাইসেন্স দিতে থাকেন। এর ফলে ক্ষুব্ধ জার ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার বন্দরগুলি ব্রিটিশ বাণিজ্যের জন্য খুলে দেন। এর ফলে মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থায় ফাটল ধরে এবং নেপোলিয়ন প্রবল ক্ষুব্ধ হন।

কারণের গুরুত্ব

নেপোলিয়ন ও জারের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির জন্য কোন কারণটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। (১) *ডেভিড টমসন*-এর মতে, নেপোলিয়নের রুশ অভিযানের মূল কারণ হল মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকর করতে জারের অনিচ্ছা ও অস্বীকৃতি।[১] *মর্স স্টিফেন্স* ও *হবস্‌বম্‌* -ও অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। (২) *গ্রান্ট* ও *টেম্পারলি*-র মতে, উভয় দেশের মধ্যে বিরোধের মূল ও প্রধান কারণ হল পোল্যান্ডের সমস্যা।[২] নেপোলিয়নের জীবনীকার *ভিনসেন্ট ক্রোনিন* (Vincent Cronin)-ও অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন। (৩) ঐতিহাসিক *কোব্যান* এ সম্পর্কে একটি ভিন্নতর বক্তব্য রেখেছেন। এ ব্যাপারে তিনি মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা অপেক্ষা রুশ-তুরস্ক মৈত্রীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[৩] (৪) ফরাসি-রুশ মৈত্রী ভেঙে পড়ার জন্য কোন কারণটি সবচেয়ে বেশি দায়ী ছিল, তা নির্ণয় করা দুরূহ, তবে এ কথা বললে অযৌক্তিক হবে না যে, এই দুই দেশের মধ্যে প্রকৃত মিত্রতার কোনও সুযোগই ছিল না, এবং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষই ছিল স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। এছাড়া নেপোলিয়নের তুরস্ক ও পোল্যান্ড নীতি ছিল ভ্রান্ত, এবং রাশিয়ার উপর মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে তিনি খুবই অন্যায় করেছিলেন।

সেনাবাহিনী

■ **রুশ অভিযান** : জারকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে নেপোলিয়ন মস্কো অভিমুখে যাত্রা করলেন। লিও টলস্টয় তাঁর বিখ্যাত মহাকাব্যিক উপন্যাস *'ওয়ার অ্যান্ড পিস'*-এ এই কাহিনিকে অমর করে রেখেছেন। ফ্রান্স, হল্যান্ড, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, ইতালি, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি ইউরোপের প্রায় কুড়িটি দেশ থেকে সংগৃহীত ৬ লক্ষ ৭৫ হাজারের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে গঠিত হল নেপোলিয়নের তথাকথিত *'মহতী সেনাদল'* (Grand Army)। নানা ধরনের পোশাক ও নানা অবয়বের সৈনিকদের দেখে মনে হতে পারে যে, সারা ইউরোপই যেন নেপোলিয়নের হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। সংখ্যার দিক থেকে বিশাল হলেও এরা সবই ছিল অভিজ্ঞতা ও উদ্যমহীন ভাড়াটে সৈনিক। এই দলে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফরাসি সৈন্যের সংখ্যা ছিল অর্ধেকেরও কম। প্রতিপক্ষ রাশিয়ার সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ২ লক্ষ। নেপোলিয়ন মনে করেছিলেন যে, সংখ্যাধিক্যের জোরে ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি অতি সহজে এবং অতি দ্রুত তাঁর রুশ অভিযান সমাপ্ত করবেন।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুন নেপোলিয়নের 'মহতী সেনাদল' টিলসিটের কাছে নিয়েমন নদী অতিক্রম করে রাশিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাঁচ বছর আগে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে

---

[১] "The ostensible reason for Napoleon's attack on Russia was the Tsar's refusal to accept the Continental System and cooperate in the blockade of Britain."—*Europe Since Napoleon*, Thomson, P. 73.

[২] "Of all the causes of conflict between the two, the Polish question was probably the most important."—*Europe in the 19th and 20th Centuries*, P. 114.

[৩] "Although British trade with Russia was insignificant, this may have influenced Napoleon. More alarming was the fact that in May 1812 Russia concluded peace with the Turks."—*A History of France*, Vol. II, Cobban, P. 59.

Scanned with CamScanner

এই টিলসিটেই নেপোলিয়ন ও জার *'আমৃত্যু বন্ধুত্বের'* চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। রুশ সেনাবাহিনী নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে এবং সম্মুখ যুদ্ধ এড়িয়ে ক্রমাগত সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। পশ্চাদপসরণের কালে তারা *'পোড়ামাটি নীতি'* (scorched earth policy) গ্রহণ করে রাস্তাঘাট ও সেতু ধ্বংস করে, খাদ্যশস্য, শস্যক্ষেত্র, শহর ও জনপদ, বাসস্থান, বস্ত্র প্রভৃতিতে অগ্নিসংযোগ করে এবং পানীয় জলে বিষ মিশিয়ে দেয় যাতে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী সেগুলি ব্যবহার করতে না পারে। রুশ সেনাদের এই 'পোড়ামাটি নীতি' গ্রহণ এবং তাদের অনুসরণ করে 'মহতী সেনাদলের' রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশের ফলে নেপোলিয়নের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। *বোরোডিনোর যুদ্ধের* আগে 'মহতী সেনাদলের' হাতে মাত্র ১৩ দিনের ময়দা সঞ্চিত ছিল। এ সময় প্রকৃতিও নেপোলিয়নের বিরোধিতা শুরু করে। জুলাই-এ প্রবল বর্ষণ, আগস্টে অসহ্য চাপা গরম এবং পরে প্রবল শীত নেপোলিয়নের বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় করে দেয়।

পোড়ামাটি নীতি

নেপোলিয়নের আক্রমণের সূচনায় রুশ বাহিনীর নেতৃত্ব ছিল **বার্কলে** ও **বাগ্রাসিও**-র হাতে। তাঁদের ক্রমাগত পশ্চাদপসরণের নীতি রুশ জনমত ও জারের অভিজাতদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জনমতের চাপে বৃদ্ধ সেনানায়ক **কুটুসফ** সৈনাপত্য গ্রহণ করেন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর মস্কো থেকে ৭৫ মাইল দূরে বোরোডিনো গ্রামে রুশ বাহিনী সর্বপ্রথম ফরাসি বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। *বোরোডিনোর যুদ্ধে* (Battle of Borodino) নেপোলিয়ন জয়যুক্ত হলেও তাঁর রসদ ও সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হয়। এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নেপোলিয়নের ৩০ হাজার এবং রুশ বাহিনীর ৪০ হাজার সেনা প্রাণ হারায়। রুশ বাহিনী আত্মসমর্পণ না করে পশ্চাদপসরণ করে মস্কোর পিছনে চলে যায়।

বোরোডিনোর যুদ্ধ

বোরোডিনো থেকে মস্কোর দুর্গম পথ সাত দিনে অতিক্রম করে ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি মস্কোয় পৌঁছান। এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে রোগ, মহামারী ও শীতের প্রকোপে তাঁর সেনাদলের এক বিরাট অংশ প্রাণ হারায়। তিনি মাত্র ১ লক্ষ সৈন্য নিয়ে বিনা বাধায় রাজধানী মস্কোয় প্রবেশ করেন। নেপোলিয়নের মস্কো বিজয় ছিল শূন্য বিজয়। মস্কো নগরী তখন ছিল জনশূন্য। মস্কোর সব লোকজন সরিয়ে দিয়ে রুশরা শহরটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সমগ্র নগরী ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রবল খাদ্যাভাব, বাসস্থানের অভাব এবং অকস্মাৎ শীতের আবির্ভাবে নেপোলিয়নের সেনাবাহিনী চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়। এইসব সত্ত্বেও নির্বান্ধব নেপোলিয়ন মস্কোয় পাঁচ সপ্তাহ অপেক্ষা করলেন এই আশায় যে জার শীঘ্রই দূত পাঠিয়ে শান্তির প্রস্তাব করবেন। কিন্তু সে রকম কিছু হল না। মস্কো থেকে ৩০০ মাইল দূরে সেন্ট পিটার্সবার্গে অবস্থানরত জার এবার পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন।

মস্কো দখল

ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের স্পেনের যুদ্ধে ব্যর্থতার খবর ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে *চতুর্থ শক্তিজোট* গড়ে উঠেছে। এ সময় আকস্মিকভাবে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের নজির ভেঙে ছয় সপ্তাহ আগেই রাশিয়াতে শীত পড়ে যায়। প্রবল শীত, তুষারপাত, বরফ ঝড় এবং শীতবস্ত্র, বাসস্থান ও খাদ্যের চরম অভাব ও সেই সঙ্গে 'টাইফাস' নামক ভয়ঙ্কর জ্বরের প্রকোপে নেপোলিয়নের সেনাদল দিশেহারা হয়ে পড়ে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তিনি ভয়ঙ্কর বিপদের জালে জড়িয়ে পড়েছেন। এই অবস্থায় ১৯শে অক্টোবর তিনি গ্র্যান্ড আর্মি-র অবশিষ্ট সৈন্যদের দ্রুত প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। এ সময়েও ক্ষুধা, বৃষ্টি, শীত, তুষারপাত ও জ্বরের প্রকোপ, 'কোসাক' গেরিলা বাহিনী, রুশ গোলন্দাজ ও বন্যজন্তুর সম্মিলিত আক্রমণে তাঁর হাজার হাজার সৈন্য পথিমধ্যে প্রাণ হারায়।[১] এইভাবে মাত্র ৩০ থেকে ৫০ হাজার সৈন্য, বিরাট অপমানের বোঝা ও ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে নেপোলিয়ন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। নেপোলিয়নের এই শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য বিখ্যাত ঔপন্যাসিক **লিও টলস্টয়** রাশিয়ার মানুষের সংগ্রামী মনোভাবকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। তাঁর কাছে এই বিজয়ের নায়ক সেনাপতি কুটুসফ বা জার আলেকজান্ডার নন—রুশ জনগণই হলেন প্রকৃত নায়ক।

প্রত্যাবর্তন

■ **ব্যর্থতার কারণ :** *ডেভিড টমসন*-এর মতে, রাশিয়া অভিযান ছিল নেপোলিয়নের সবচেয়ে নাটকীয় ও ক্ষতিকারক যুদ্ধ।[২] এই যুদ্ধে তাঁর ব্যর্থতা অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। ক্ষমতার দম্ভে তিনি বাস্তববোধ এবং সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা হারিয়ে ফেলেন। ইংল্যান্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করার আগেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে তিনি মারাত্মক ভুল করেন। এছাড়া রুশ জনগণের সংগ্রামী মনোভাব, রাশিয়ার নতুন রণকৌশল, কুটুসফ-এর দক্ষ সৈনাপত্য, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য জারের দৃঢ় মনোভাব, যথাসময়ের পূর্বেই শীতের আবির্ভাব, নেপোলিয়নের অরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি নেপোলিয়নের কিছু মারাত্মক ভুল তাঁর পতনকে অনিবার্য করে তোলে।

■ **তাৎপর্য :** নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের ব্যর্থতা তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে প্রবল আঘাত হানে। (১) এই দুর্ভাগ্যজনক অভিযান কেবলমাত্র নেপোলিয়নের সামরিক ক্ষমতাকেই ধূলিসাৎ করে নি—নেপোলিয়নের অপরাজেয় ভাবমূর্তির উপরেও প্রবল আঘাত হানে। (২) স্পেনীয় যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একটি জাতির ইচ্ছাশক্তির কাছে, কিন্তু রাশিয়াতে তাঁর পরাজয় ঘটে কূটকৌশলের কাছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর প্রতিভা অস্তাচলগামী। (৩) নেপোলিয়নের ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে সমগ্র ইউরোপে অভূতপূর্ব উন্মাদনা দেখা দেয়। রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংল্যান্ড নতুন উদ্যমে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে—শুরু হয় *'জাতিসমূহের যুদ্ধ'*। (৪) নেপোলিয়নের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়। **ম্যালে** ও **ল্যাফোঁ** নামক দুই ষড়যন্ত্রকারী রটিয়ে দেন যে রাশিয়ায় নেপোলিয়নের মৃত্যু হয়েছে। (৫) যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে হত সাধারণ মানুষকে। এর ফলে ফ্রান্স ও ফ্রান্সের অধীনস্থ দেশগুলিতে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফরাসি কৃষক সমাজ মাদক দ্রব্য, তামাক ও লবণের উপর বাড়তি কর আরোপ মেনে নিতে পারে নি। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে শিল্প-বাণিজ্যে ভাটা পড়ে এবং সর্বত্রই তাঁর শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। (৬) তাঁর অধীনস্থ রাজ্যগুলি—

[১] "Cossacks, wolves, starvation and frost made havoc at will upon the fleeing mob."—Hoyland.

[২] "It was his most dramatic and costly defeat."—*Europe Since Napoleon*, P. 74.

Scanned with CamScanner

ওয়েস্টফেলিয়া, ইতালি, নেপলস্ ও প্রাশিয়াকে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে হত। করভার, যুদ্ধের লেভি এবং সেনাবাহিনীকে পোষণ করার খরচ সর্বত্রই এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। এইসব কারণে বলা হয় যে, "মস্কো অভিযান ছিল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবাদের শেষ সঙ্গীত ('Swan song')।" রুশ অভিযান কেবলমাত্র একটি সামরিক বিপর্যয়ই নয়, বরং বলা যায় যে, নেপোলিয়নের ভাগ্যলক্ষ্মী গ্র্যান্ড আর্মি-সহ রাশিয়ার তুষারে সমাধিস্থ হয়েছিল।[১]

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ (War of Liberation Against Napoleon) ঃ

নেপোলিয়নের মস্কো অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতা সমগ্র ইউরোপে এক নব-উন্মাদনা সৃষ্টি করে। নেপোলিয়ন অজেয় নন এই ধারণা প্রমাণিত হতেই ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাঁর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হতে শুরু করে। রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ইংল্যান্ড *চতুর্থ শক্তিজোট* (Fourth Coalition) গড়ে তোলে। পরে তুরস্ক, সুইডেন ও অস্ট্রিয়া এতে যোগ দেয়। চতুর্থ শক্তিজোট অঙ্গীকার করে যে, নেপোলিয়নের পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে।

চতুর্থ শক্তিজোট

ইতিমধ্যে নেপোলিয়নের আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে সমগ্র জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ শুরু হয়, এবং তাতে নেতৃত্ব দেয় জার্মান রাজ্য প্রাশিয়া। নেপোলিয়নের হাতে পরাজয়ের পর প্রাশিয়াতে জাতীয় পুনর্গঠন শুরু হয়। **হার্ডেনবার্গ, স্টেইন, শার্নহস্ট, হুমবোল্ড** প্রমুখ দেশপ্রেমিকের উদ্যোগে প্রাশিয়ায় নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তিত হয় এবং প্রাশিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মুক্তিকামী জনগণ নেপোলিয়নকে বাধা দেওয়ার জন্য তৈরি হয়। প্রাশিয়ার এই ভাবধারা সমগ্র জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ে।

জার্মানির জাগরণ

চতুর্থ শক্তিজোট নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। এই জোটের সেনানায়কদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন **উইটগেনস্টাইন, ইয়র্ক, বুলো, ব্লুকার** প্রমুখ। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সূচনায় প্রাশিয়া ও রাশিয়ার যুগ্ম সেনাবাহিনী ব্লুকারের নেতৃত্বে সাইলেশিয়া থেকে ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হয়। উত্তর দিক থেকে সুইডেনের সেনাদল ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করে। দক্ষিণ দিক থেকে অস্ট্রিয়া বাহিনী ফ্রান্সকে আক্রমণ করে। এইভাবে ফ্রান্স চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়। নেপোলিয়ন *ড্রেসডেনের যুদ্ধে* (Battle of Dresden, August, 1813 A.D.) অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করেন। এটিই তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য জয়। এই জয় ছিল ক্ষণস্থায়ী। মিত্রশক্তি তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। জার্মানির লিপজিগ-এ তিনদিন একটানা যুদ্ধের পর তিনি পিছু হটতে বাধ্য হন (অক্টোবর, ১৮১৩ খ্রিঃ)। এই যুদ্ধে তাঁর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে যায়। জার্মানি নেপোলিয়নের শাসনমুক্ত হয়। ওয়েস্টফেলিয়া, মেক্লেনবার্গ, কনফেডারেশন অব রাইন ফরাসি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। অস্ট্রিয়া হৃতরাজ্য ফিরে পায়। হল্যান্ড স্বাধীন হয়ে যায়।

লিপজিগ-এর যুদ্ধ

[১] "Napoleon's fortunes were buried with his Grand Army in the snows of Russia."

ডেনমার্ক মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। লিপজিগের যুদ্ধ *'জাতিসমূহের যুদ্ধ'* (Battle of Nations) নামে পরিচিত, কারণ এই যুদ্ধে ইউরোপের তেরোটি জাতি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

বিজয়ী মিত্রশক্তি এবার *ফ্রাঙ্কফোর্ট প্রস্তাব* দ্বারা নেপোলিয়নকে সম্মানজনক শর্তে সন্ধির প্রস্তাব দেয় (৯ই নভেম্বর, ১৮১৩ খ্রিঃ)। এই প্রস্তাবে (১) নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের রাজা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, (২) ফ্রান্স তাঁর প্রাকৃতিক সীমা বজায় রাখতে পারবে, অর্থাৎ জার্মানির দিকে রাইন, ইতালির দিকে আল্পস এবং স্পেনের দিকে পিরেনিজ—এই হবে তার সীমারেখা। নেপোলিয়ন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

ফ্রাঙ্কফোর্ট প্রস্তাব

ফ্রাঙ্কফোর্ট প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে আবার মিত্রপক্ষের অভিযান শুরু হয়। নেপোলিয়ন পরপর ছয়টি যুদ্ধে মিত্রবাহিনীকে পরাজিত করে তাঁর অসাধারণ রণদক্ষতার প্রমাণ দেন। মিত্রপক্ষ *শাতিলঁ সম্মেলনে* মিলিত হয়ে পুনরায় নেপোলিয়নের কাছে শান্তি প্রস্তাব দেয় (ফেব্রুয়ারি, ১৮১৪ খ্রিঃ)। বলা হয় যে, তাঁকে বিপ্লব-পূর্ব ফ্রান্সের রাজ্যসীমা মেনে নিতে হবে। নেপোলিয়ন এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। মিত্রবাহিনীতে তখন প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব, অথচ নেপোলিয়নের পরাজয়ের জন্য প্রয়োজন তাদের ঐক্য। এই অবস্থায় ইংল্যান্ড, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া *শৌমন্ট-এর সন্ধি* (Treaty of Chaumont) স্বাক্ষর করে। স্থির হয় যে, (১) নেপোলিয়নের পতন না হওয়া পর্যন্ত অন্তত ২০ বছর এই চুক্তি স্থায়ী হবে। (২) চুক্তিবদ্ধ কোনও রাষ্ট্র নেপোলিয়নের সঙ্গে পৃথকভাবে কোনও চুক্তি করবে না। (৩) ফ্রান্সকে তার প্রাকৃতিক সীমানার মধ্যে বেঁধে রাখা হবে এবং এই উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকে দেড় লক্ষ করে সেনা প্রস্তুত রাখবে।

শৌমন্ট-এর সন্ধি

এরপর মিত্রবাহিনী পাঁচটি পথ ধরে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা আর নেপোলিয়নের ছিল না। সেনাপতিরা রণক্লান্ত, অনুচরেরা একে একে তাঁকে ত্যাগ করছে, জনসাধারণ উদাসীন। এমতাবস্থায় শত্রুসেনা প্যারিস দখল করল (মার্চ, ১৮১৪ খ্রিঃ)। সিনেট ও আইনসভা তাঁর পদত্যাগ দাবি করল (২রা এপ্রিল, ১৮১৪ খ্রিঃ)। নির্বান্ধব ও পরাজিত সম্রাট ৬ই এপ্রিল মিত্রশক্তি জোটের সঙ্গে *ফন্টেন ব্ল্যু সন্ধি* (Treaty of Fontainebleau) স্বাক্ষর করে ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তাঁকে ফ্রান্স ও ইতালির মাঝে ভূমধ্যসাগরের উত্তরে এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হল এবং বার্ষিক পেনসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। এল্‌বা দ্বীপে যাওয়ার ঠিক আগে তিনি বলেছিলেন যে, "আমি সিংহাসন ত্যাগ করলাম, কিন্তু আমি কিছুই ছেড়ে গেলাম না" ("I abdicate, I yield nothing.")।

ফন্টেন ব্ল্যু সন্ধি

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মিত্রপক্ষ ও ফরাসি প্রতিনিধিদের মধ্যে *প্যারিসের প্রথম সন্ধি* (First Treaty of Paris) স্বাক্ষরিত হয়। এর শর্তাবলী এমন কিছু কঠোর ছিল না। (১) ফ্রান্সের সিংহাসনে বসলেন ষোড়শ লুই-এর ভ্রাতা *বুরবোঁ-বংশীয়* **অষ্টাদশ লুই** (মে, ১৮১৪ খ্রিঃ)। (২) ফ্রান্সকে বিপ্লব-পূর্ব সীমারেখায় ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। (৩) ইতালি, জার্মানি, হল্যান্ড ও বেলজিয়ামের যে স্থানগুলি ফ্রান্স দখল করেছিল, তা ফিরিয়ে দিল। (৪) ব্রিটেন মাল্টা,

প্যারিসের প্রথম সন্ধি

Scanned with CamScanner

টোবাগো ও সেন্ট লুসিয়া নিজের দখলে রেখে অন্যান্য উপনিবেশগুলি ফ্রান্সকে ফেরত দেয়। (৫) *অরেঞ্জ রাজবংশের* অধীনে বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে যোগ করা হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ নেপোলিয়নের প্রত্যাবর্তন ঃ একশো দিনের রাজত্ব (Return of Napoleon : Hundred Days Rule) ঃ

এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে নেপোলিয়ন হতাশায় ভেঙে পড়েন নি। সেখান থেকেও তিনি ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখতেন। এ কারণে সুদূর এলবাতে বসেও তিনি ফ্রান্স ও ইউরোপের ঘটনাবলীর দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন।

সমকালীন পরিস্থিতি

(১) নেপোলিয়নের পতনের পর বুরবোঁ-বংশীয় অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। তিনি ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। (ক) বুরবোঁ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেশত্যাগী অভিজাতরা দেশে ফিরে আসে এবং তাদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য দেশে প্রবল বিতণ্ডা শুরু করে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বিষয়টি সুনজরে দেখে নি। (খ) সেনাবাহিনী অষ্টাদশ লুইয়ের শান্তিবাদী নীতি পছন্দ করছিল না। (গ) নব-প্রতিষ্ঠিত বুরবোঁ শাসনে কৃষকরা সামন্তপ্রভু ও গির্জার শোষণের সম্ভাবনা দেখছিল। (ঘ) অষ্টাদশ লুই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেও জনগণ তা বিশ্বাস করে নি। (২) নেপোলিয়নের নির্বাসনের পর বিজয়ী শক্তিবর্গ ভিয়েনা নগরীতে এক সম্মেলনে মিলিত হন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ইউরোপে প্রাক্-বিপ্লব পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনা। ইতালি, পোল্যান্ড ও রাইন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে প্রবল বিতণ্ডা শুরু হয়। ফ্রান্স ও ফ্রান্সের বাইরে এই পরিস্থিতি নেপোলিয়নকে উৎসাহিত করে।

সিংহাসন লাভ

পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ ১০৫০ জন সৈন্য নিয়ে তিনি (১) ফ্রান্সের কানে শহরে উপস্থিত হন। (২) এরপর তিনি রাজধানী প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করলে কৃষক ও সাধারণ মানুষ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাবাহিনীও তাঁর পক্ষে যোগদান করে। (৩) বিনা বাধায় গ্রিনোবল নগরে প্রবেশ করে তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য হল দেশত্যাগী অভিজাতদের হাত থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করা, কৃষকদের জমির মালিকানা-স্বত্ব নিশ্চিত করা এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন ও বিদেশি শত্রুর হাত থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করা। (৪) এরপর তিনি লিয়ঁ নগরীতে প্রবেশ করে নিজেকে *সম্রাট* হিসাবে ঘোষণা করেন। অষ্টাদশ লুই ইংল্যান্ডে পলায়ন করেন। (৫) ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মার্চ তিনি প্যারিসে প্রবেশ করেন। এ সময় তিনি মোট একশো দিন (২০শে মার্চ—২৯শে জুন, ১৮১৫ খ্রিঃ) ক্ষমতায় ছিলেন। এই ঘটনা *'একশত দিবসের রাজত্ব'* ('Reign of Hundred Days') নামে পরিচিত। নেপোলিয়নের এই সাফল্যের কারণ হিসেবে ফরাসি সেনাবাহিনী ও জনগণের সমর্থনের কথা বলা যায়।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধ

নেপোলিয়নের আগমন সংবাদ পাওয়া-মাত্র মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিরা নিজেদের বিবাদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁকে বাধা দিতে অগ্রসর হলেন। তাঁকে *'আইন-বহির্ভূত ব্যক্তি'* ('Out law') বলে ঘোষণা করা হল এবং মিত্রপক্ষ তিনদিক থেকে ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা করল। (১) ডিউক অফ ওয়েলিংটনের

নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী ও ব্লুকারের নেতৃত্বে প্রাশিয় বাহিনী উত্তর দিক থেকে, (২) জার আলেকজান্ডারের নেতৃত্বাধীন রুশ বাহিনী পূর্বদিক থেকে এবং (৩) শোয়ারজেনবার্গ-এর নেতৃত্বে অস্ট্রিয় বাহিনী পশ্চিম দিক থেকে ফ্রান্সের উপর আক্রমণ চালানো শুরু করে। নেপোলিয়ন *লিজ্ঞি* ও *কোয়াটার ব্রাস-এর যুদ্ধে* জয়যুক্ত হলেও ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই জুন ব্রিটিশ সেনাপতি ডিউক অফ ওয়েলিংটন ও প্রাশিয় সেনাপতি ব্লুকার-এর হাতে *ওয়াটার্লুর যুদ্ধে* (Battle of Waterloo) পরাজিত হন। এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের প্রায় ৩৭ হাজার, ব্রিটেনের ১৩ হাজার এবং প্রাশিয়ার ৬ হাজার সেনা নিহত হয়।

নির্বাসন ও মৃত্যু

শেষ পর্যন্ত তিনি ১৫ই জুলাই ব্রিটিশ নৌশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁকে ফ্রান্স থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে মধ্য আটলান্টিকের সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মে মাত্র ৫২ বছর বয়সে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি

নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে *প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি* স্বাক্ষরিত হয়। *প্যারিসের প্রথম সন্ধিতে* মিত্রপক্ষের কোনও প্রতিশোধমূলক মনোভাব পরিলক্ষিত হয় নি—তাদের লক্ষ্য ছিল নেপোলিয়নকে ক্ষমতাচ্যুত করা। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি জাতি নেপোলিয়নকে সমর্থন করেছিল। তাই এই নতুন চুক্তিতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। স্থির হয় যে, (১) ফ্রান্সকে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের সীমানায় ফিরে যেতে হবে। (২) তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য মিত্রপক্ষের একদল সেনা ফ্রান্সে মোতায়েন থাকবে। (৩) ফ্রান্সকে ৭০০ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

পরাজিত ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রবাহিনীর তিনটি চুক্তি হয়—(১) প্যারিসের প্রথম সন্ধি (পৃঃ ১৩৩-১৩৪), (২) ভিয়েনা চুক্তি (পরবর্তী অধ্যায়) এবং (৩) প্যারিসের দ্বিতীয় সন্ধি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ নেপোলিয়ন ও বিপ্লব (Napoleon and the Revolution) ঃ

নেপোলিয়নের পতনের পর তাঁকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। সেখানে একটি আত্মজীবনীমূলক রচনায় তিনি দুটি পরস্পর-বিরোধী উক্তি করেন। এক জায়গায় তিনি নিজেকে *'বিপ্লবের সন্তান'* ('Child of Revolution') বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখছেন যে, 'আমিই বিপ্লব' ('I am the Revolution')। এই বইয়ের অন্যত্র আবার তিনি নিজেকে *'বিপ্লবের ধ্বংসকারী'* ('Destroyer of Revolution') বলে অভিহিত করেছেন। তিনি লিখছেন যে, 'আমিই বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি' ('I destroyed the Revolution')। আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি উক্তি পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হলেও এর মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, ফরাসি বিপ্লবের তিনটি মূল আদর্শ ছিল—'স্বাধীনতা', 'সাম্য' ও 'মৈত্রী'। তিনি সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শকে গ্রহণ করলেও 'স্বাধীনতা'-র আদর্শকে গ্রহণ করেন নি।

Scanned with CamScanner

■ **বিপ্লবের সন্তান :** *ফ্রেডরিক ম্যাসন* (Fredrick Masson), *সোরেল* (Sorel), *জর্জ লেফেভর* (George Lefebvre), *ফিশার* (Fisher) প্রমুখের মতে নেপোলিয়ন ছিলেন 'বিপ্লবের সন্তান'—বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক, বিপ্লবের ধারক ও বাহক। (১) রাজরক্তহীন এক অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ফ্রান্সের সম্রাট পদে বৃত হন। ফরাসি বিপ্লব ব্যতীত তাঁর এই উত্তরণ কখনোই সম্ভব হত না। এদিক থেকে সত্যই তিনি ছিলেন বিপ্লবের সন্তান। (২) তিনি ঈশ্বরপ্রদত্ত রাজক্ষমতা তত্ত্বের উপর আঘাত হেনে 'গণসার্বভৌমত্ব' নীতির উপর তাঁর শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর প্রবর্তিত গণভোট প্রথা গণসার্বভৌমত্ব নীতির প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন। (৩) তিনি ফরাসি বিপ্লবের সাম্যের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন যে "ফরাসি জাতি স্বাধীনতা চায় না, চায় সাম্য।"[১] তাঁর আমলে প্রবর্তিত বিভিন্ন আইন দ্বারা তিনি সাম্য নীতিকে স্থায়িত্ব দেন। ১৭৯১ থেকে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্সের বিপ্লবী শাসকবর্গ সামন্তপ্রথা, সামন্ত কর, স্থানীয় শুল্ক প্রভৃতি বিনাশ করেছিলেন। নেপোলিয়ন সেগুলি বজায় রাখেন। (৪) বিপ্লবী যুগের ভূমিব্যবস্থাকেও তিনি অপরিবর্তিত রাখেন। (৫) বিপ্লবী আমলের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি ও অন্যান্য সুযোগের যে নিয়ম প্রবর্তিত হয়, তাকে তিনি স্বীকৃতি দেন। (৬) *'কোড নেপোলিয়ন'* দ্বারা তিনি আইনের চোখে সবার সমান অধিকার স্বীকার করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সচেষ্ট হন। (৭) তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বজায় রাখেন এবং পোপের সঙ্গে চুক্তি (Concordat) দ্বারা তিনি গির্জার সম্পত্তি জাতীয়করণের স্বীকৃতি দেন। (৮) বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বিপ্লবের ধারক ও বাহক—'বিপ্লবের অগ্নিময় তরবারি' ("Napoleon was the sword of Revolution.")। তাঁর বিজয়ী সেনাদল ইতালি, জার্মানি এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থান যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই পুরাতনতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়ে ফরাসি বিপ্লব-প্রসূত ভাবধারা—যথা সামাজিক সাম্য, সামন্ততন্ত্রের অবসান, বিশেষ অধিকার লোপ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই *ফিলিপ গুয়েদালা* (Philip Guedella) মন্তব্য করেন যে, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বিপ্লবকে ব্যাহত না করে, বিপ্লবের বিস্তার সাধন করেছে।[২] সুতরাং এদিক থেকে তাঁকে বিপ্লবের 'উত্তরাধিকারী ও নির্বাহক' ('Heir and executor of the Revolution') বললে অযৌক্তিক হয় না।

■ **বিপ্লবের বিনাশক :** *জর্জ রুদে* এবং অপরাপর কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, তিনি 'বিপ্লবের সন্তান' ছিলেন না। *টমসন* ও *গ্যারাট* বলেন যে, নেপোলিয়ন বহুক্ষেত্রেই বিপ্লবের আদর্শ লঙ্ঘন করেন।[৩] (১) বিপ্লবের কালে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সূত্র ধরেই নেপোলিয়ন কনসাল নিযুক্ত হন। কনসাল থেকে তিনি সম্রাট হন

১. "What the nation wants is not liberty but equality."

২. "The Napoleonic empire was not an interruption but an extension of the Revolution."

৩. "Napoleon was the child of the Revolution, but in many ways he reversed the aims and principles of the movement from which he sprang."

এবং বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র ও রাজসভা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। রাজসভায় তিনি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব-অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। (২) ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতার আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তিনি সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। প্রথম কনসাল হিসেবে তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা—অন্য দুই কনসাল ছিল তাঁর আজ্ঞাবাহী কর্মচারী মাত্র। (৩) সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে আইনসভার নির্বাচন রদ করা হয়। ফরাসি সিনেট তাঁর আজ্ঞাবাহী যন্ত্রে পরিণত হয়। (৪) তিনি প্রাদেশিক আইনসভাগুলির ক্ষমতা লোপ করেন। তিনি নিজে সরকারি কর্মীদের মনোনীত করতেন। এর ফলে তাঁর একনায়কত্ব বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক *ওলার* বলেন যে, নেপোলিয়নের কনসাল বা সম্রাট পদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের সমাধি রচিত হয়। (৫) সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, বাক্-স্বাধীনতা হরণ, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, ফরাসি উপনিবেশে ক্রীতদাস প্রথার পুনরুজ্জীবন এবং জেকোবিন দলের প্রজাতন্ত্র ও গণভোটের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তিনি বিপ্লবের বিনাশসাধনই করেন। (৬) তিনি পোপের সঙ্গে যে চুক্তি স্বাক্ষর করেন তাও ছিল বিপ্লব-বিরোধী। এই চুক্তির মাধ্যমে তিনি ক্যাথলিক গির্জাকে অনেক ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন। (৭) তাঁর শিক্ষানীতি ছিল বিপ্লবী ভাবধারার পরিপন্থী। তিনি জেকোবিনদের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করেন নি। তাঁর শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ছিল একদল অনুগত নাগরিক তৈরি করা। (৮) তিনি সর্বসাধারণের ভোটাধিকার দেন নি। (৯) তিনি দরিদ্রদের স্বার্থে 'Law of Maximum' এবং 'Law of Minimum' পুনঃপ্রবর্তন করেন নি। (১০) *ওলার* বলেন যে, সামাজিক সাম্য অপেক্ষা তিনি সামাজিক বৈষম্যই সৃষ্টি করেন। তিনি বুর্জোয়া শ্রেণিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাগুলি ভোগ করার অধিকার দেন এবং একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণি সৃষ্টি করেন। (১১) *লেফেভর, গুডউইন, জোয়ারেস, মাঁতিয়ে* প্রমুখের মতে, নেপোলিয়নের স্বৈরতন্ত্রের ফলে বিপ্লব ধ্বংস হয়। (১২) নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ইউরোপে বিপ্লব সম্প্রসারিত হয় নি। তাঁর সাম্রাজ্য শোষণ ও স্বৈরতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটি বিপ্লবের মৈত্রী বা Fraternity-র আদর্শের পরিপন্থী। এইসব কারণে নেপোলিয়নকে কখনোই 'বিপ্লবের সন্তান' বলা যায় না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : নেপোলিয়নের পতনের কারণ (Causes of Napoleon's Downfall) :

এক অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং গোলন্দাজ বাহিনীতে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগদান করেও কেবলমাত্র নিজ প্রতিভাবলে নেপোলিয়ন একদিন ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৯৯ থেকে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালপর্বে তিনিই ছিলেন ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা এবং তাঁর জীবন-কাহিনিই ছিল ফ্রান্স ও ইউরোপের ইতিহাস। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তাঁর ভাগ্যরবি অস্তমিত হয়, তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং তিনি সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন। বস্তুতপক্ষে, ওয়াটার্লুর যুদ্ধের বহু পূর্বেই তাঁর পতনের সূচনা হয়। *ডেভিড টমসন*-এর মতে, *অ্যামিয়েন্সের সন্ধি* (১৮০২ খ্রিঃ) ভঙ্গের পর থেকেই তাঁর পতন শুরু হয়। অপরদিকে, *গ্রান্ট* ও *টেম্পারলি*-র মতে, ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে *টিলসিটের সন্ধির* পর তাঁর পতন শুরু হয়। ১৮০২ বা ১৮০৭ যখনই হোক না কেন—তাঁর শাসননীতি

সূচনা

ও সাম্রাজ্যের গঠনের মধ্যেই তাঁর পতনের বীজ নিহিত ছিল। তাঁর পতনের মূলে নানা কারণ বিদ্যমান ছিল।

সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা

সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মপ্রত্যয় তাঁর পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। অল্পবয়সে একের পর এক সাফল্য অর্জন করার ফলে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা গগনচুম্বী হয়ে ওঠে। নিজ শক্তি ও প্রতিভা সম্পর্কেও তিনি সীমাহীন আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন এবং অচিরেই এই আত্মবিশ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়। তিনি ভুলে যান যে, মানুষের শক্তির একটি সীমা আছে। তিনি মনে করতেন যে, 'অসম্ভব কথাটি একমাত্র মূর্খদের অভিধানে লেখা থাকে'।[১] এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মবিশ্বাসের ফলস্বরূপ তিনি সাধারণ বাস্তববোধ হারিয়ে মরীচিকার পিছনে ছুটতে থাকেন। তিনি নিজ জেদ ও অহঙ্কারবশত এমন সব ভুল সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন, যাতে তাঁর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য বা শার্লেম্যানের অনুকরণে তিনি সমগ্র ইউরোপকে এক শাসন ও আইনের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ভুলে যান যে উনিশ শতকের সূচনায় এ ধরনের সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ অবান্তর ও হাস্যকর। তাঁর স্পেন ও রাশিয়া আক্রমণ ছিল বিরাট ভ্রান্তি। লিপজিগের যুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিবর্গ তাঁকে যে সন্ধির প্রস্তাব দেয়, তা প্রত্যাখান করাও ছিল তাঁর চরম নির্বুদ্ধিতা। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে তাঁকে কেবল হল্যান্ড ও বেলজিয়াম ছাড়তে হত। সীমাহীন আত্মবিশ্বাসের অধিকারী নেপোলিয়ন এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে নিজ পতনকে অনিবার্য করে তোলেন। ***মার্শাল ফচ*** (Foch) বলেন যে, নেপোলিয়ন ভুলে যান যে মানুষ কখনও ঈশ্বর হতে পারে না। তিনি এ কথাও ভুলে যান যে, যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তিই হল মানুষের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।[২]

ফ্রান্সে স্বৈরতন্ত্র

একদা মুক্তির দূত হিসেবে বন্দিত হলেও কালক্রমে ফ্রান্স ও ফ্রান্সের বাইরে নেপোলিয়নের শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তিনি বিপ্লব-বিধ্বস্ত অশান্ত ফ্রান্সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিপ্লবের সুফলগুলিকেও দেশবাসীর ঘরে পৌঁছে দেন। তাঁর যুদ্ধজয় ফরাসিদের গৌরবান্বিত করে, কিন্তু কালক্রমে তারা নেপোলিয়নের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে। বাক্-স্বাধীনতা খর্ব করে, বিনা বিচারে দেশবাসীকে কারাগারে পাঠিয়ে, সাম্রাজ্যের সর্বত্র গুপ্তচর নিয়োগ করে তিনি দেশে এক স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক ***ডেভিড টমসন*** বলেন, "নেপোলিয়নের স্বৈরশাসনে ফ্রান্স ক্রমে একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়।"[৩] ফলে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকেরাই ছিলেন এই চক্রান্তের নায়ক। এছাড়া বৈদেশিক যুদ্ধ, লোকক্ষয়, অর্থনৈতিক দুর্দশা, গ্রামাঞ্চলের চরম বিশৃঙ্খলা ফরাসিদের চরমভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে। মানুষ প্রবলভাবে নেপোলিয়ন-বিরোধী হয়ে ওঠে। তাদের দাবি ছিল শান্তি।

[১] "Impossible is a word that can be found only in the dictionary of the fools."

[২] "Napoleon forgot that a man cannot be God...he forgot that war is not the highest aim, peace is above war."

[৩] "France relapsed more and more into a police state under an autocracy."—*Europe Since Napoleon*, P. 61.

সমগ্র ইউরোপে যখন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-জাগরণ শুরু হয়েছে, ফরাসিরা তখন ছিল রণক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত। মিত্রবাহিনী যখন প্যারিসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখনও তারা ছিল অবসাদগ্রস্ত। তারা যে কোনও মূল্যে শান্তি স্থাপনের জন্য আকুল হয়ে ওঠে। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়নের পতনে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

ঐতিহাসিক ***ডেভিড টমসন*** বলেন, "নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের আত্মবিনাশী স্ব-বিরোধিতা এবং সহজাত দুর্বলতার জন্যই এই সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য ছিল।"[১]

সাম্রাজ্যের স্ব-বিরোধিতা

(১) নেপোলিয়ন ছিলেন বিপ্লবের অগ্নিময় তরবারি। বিপ্লবী আদর্শের ধারক হিসেবে তিনি ইউরোপের দেশগুলি জয় করেন এবং সংস্কারের মাধ্যমে বিজিত দেশগুলিতে বিপ্লবী ভাবধারার প্রসার ঘটান। বিজিত রাজ্যের অধিবাসীরা তাঁর কাছে অনেক কিছু আশা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর বিপ্লবী ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে যায়। মানুষ বুঝতে পারে যে, তিনি ফ্রান্সের স্বার্থে ইউরোপকে ব্যবহার করছেন। তিনি নিজেও স্বীকার করেন যে, "ফ্রান্সের স্বার্থই আমার কাছে সর্বাগ্রগণ্য।"[২] এইসব বিজিত রাজ্যে তিনি যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তা পুরোনো রাজবংশগুলির স্বৈরাচার অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর ছিল। নানাপ্রকার স্বৈরাচারী আইন ও বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তন, মাত্রাতিরিক্ত কর আরোপ, বাধ্যতামূলক সেনা সংগ্রহ, অর্থনৈতিক শোষণ এবং বলপূর্বক মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা আরোপ প্রভৃতি কারণে ওইসব রাজ্যে তিনি ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন। (২) জাতীয়তাবাদী আদর্শের কথা প্রচার করেও তিনি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উপর আঘাত হানেন। ইতালি, জার্মানি, স্পেন, হল্যান্ড, নেপলস্, ওয়েস্টফেলিয়া প্রভৃতি রাজ্যে তিনি নিজ রাজবংশ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ইতালিতে সৎপুত্র ইউজেন, হল্যান্ডে ভ্রাতা লুই, নেপলস্-এ ভগ্নিপতি মুরাট, স্পেনে ভ্রাতা যোসেফ এবং জার্মানিতে ভ্রাতা জেরোম-কে তিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। এইসব রাজ্যে রাজতন্ত্র *'ভুঁইফোঁড় সামরিক স্বৈরতন্ত্রে'* ('an upstart military dictatorship') পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষের পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিক ***রবার্ট এরগ্যাং*** বলেন, "নেপোলিয়ন যে জাতীয়তাবাদী শক্তির জাগরণ ঘটান, তা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের সেনাদল অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী ছিল।"

সাম্রাজ্যের দুর্বল ভিত্তি

তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল খুবই দুর্বল। জনগণের আনুগত্য নয়—সামরিক শক্তির জোরেই তিনি একদা সিংহাসন দখল করেছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, সামরিক শক্তির জোরেই তিনি সেই বিশাল সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখবেন। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি যে, তাঁর ধারণা সঠিক নয়। ফ্রান্সের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন পেলে তাঁর সাম্রাজ্য হয়তো টিকে থাকত, কিন্তু ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের পর তিনি সামরিক সাফল্য এবং ফরাসি জাতির আনুগত্য দুটি থেকেই বঞ্চিত হন।

[১] "The Napoleonic Empire was doomed because of its inherent and self-defeating contradictions."—*Europe Since Napoleon*, P. 62.

[২] "My policy is France before all."

Scanned with CamScanner

মহাদেশীয় অবরোধ তাঁর পতনের অন্যতম কারণ। নৌ-যুদ্ধে ইংল্যান্ডকে পরাস্ত করা সম্ভব নয় বুঝে তিনি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক অর্থনৈতিক যুদ্ধ শুরু করেন। এই যুদ্ধ জয় করতে গিয়ে তিনি নিত্যনতুন সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন। সমগ্র ইউরোপ, এমনকী ফরাসিরাও তাঁর বিরোধিতা শুরু করে। এই যুদ্ধের ফলেই তিনি পোপ, স্পেন ও রাশিয়ার সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন, পরবর্তীকালে যার ফল হয় খুবই মারাত্মক।

মহাদেশীয় অবরোধ

১৮০১ খ্রিস্টাব্দে পোপ সপ্তম পায়াস ও নেপোলিয়নের মধ্যে যে *'কনকর্ডাট'* বা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তার ফলে ক্যাথলিক ধর্ম ফ্রান্সের স্বীকৃত ধর্মে পরিণত হয়। এতে পোপ ও ক্যাথলিকরা খুশি হলেও প্রোটেস্টান্টরা কিন্তু ক্ষুব্ধ হয়। ইতিমধ্যে পোপ 'মহাদেশীয় ব্যবস্থা' মানতে অস্বীকৃত হলে নেপোলিয়ন তাঁর রাজ্য দখল করেন এবং পোপকে বন্দি করেন (১৮০৯ খ্রিঃ)। এর ফলে সমগ্র ক্যাথলিক জগতে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

ধর্মীয় কনকর্ডাট

নেপোলিয়ন অন্যায়ভাবে স্পেন দখল করে নিজ ভ্রাতা যোসেফকে স্পেনের সিংহাসনে বসালে স্পেনবাসীর আত্মমর্যাদা ও জাতীয়তাবোধে তীব্র আঘাত লাগে। পর্তুগালের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্পেনবাসী নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ছয় বৎসরব্যাপী (১৮০৮-১৮১৪ খ্রিঃ) এই উপদ্বীপের যুদ্ধে (Peninsular War) নেপোলিয়ন পরাজিত হলে তাঁর মর্যাদা বিনষ্ট হয়, তাঁর বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয় এবং তাঁর পরাজয়ে সারা ইউরোপে প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, "স্পেনীয় ক্ষতই আমার সর্বনাশ করেছে।" ঐতিহাসিক *গ্রান্ট* ও *টেম্পারলি* বলেন যে, তাঁর স্পেনীয় নীতি ছিল এক বিশাল ভ্রান্তি।[১]

স্পেনীয় ক্ষত

তাঁর মস্কো অভিযানের শোচনীয় ব্যর্থতা তাঁর পতনকে অনিবার্য করে তোলে। দূরত্ব ও প্রাকৃতিক অসুবিধাকে উপেক্ষা করে মস্কো অভিযান চালিয়ে তিনি মারাত্মক ভুল করেন। পশ্চিমে চিরশত্রু ইংল্যান্ডকে পরাজিত না করে তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এর ফলে তাঁকে পূর্ব ও পশ্চিম দু'দিকে দুই শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। পরাজিত না হয়েও পরাজয়ের গ্লানি ও বিপুল ক্ষয়ক্ষতিতে তাঁর মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। তাঁর অপরাজেয় 'গ্র্যান্ড আর্মি' ধ্বংস হয়। এর ফলে সমগ্র ইউরোপে নব-উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। তাঁর স্বৈরাচারী শাসনে নিপীড়িত মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

মস্কো অভিযান

সামরিক জীবনের সূচনা-পর্বে নেপোলিয়ন যে সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করতেন তা ছিল বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ফরাসি সেনাদল। কালক্রমে সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পেলে তিনি বিজিত দেশগুলি থেকে সেনা সংগ্রহ করতে থাকেন। পোল, ডেন, জার্মান, ডাচ, ইতালীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক নিয়ে তিনি সেনাদল গঠন করেন। এর ফলে তাঁর সেনাদলের জাতীয় চরিত্র বিনষ্ট হয়। তারা ছিল নিছক ভাড়াটে সৈনিক—বিপ্লবী আদর্শের জন্য কোনও আত্মত্যাগের প্রেরণা তাদের মধ্যে ছিল না। এছাড়া, ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে তাঁর সেনাদল রণক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ সেনাদের অনেকেরই মৃত্যু হয়। অনভিজ্ঞরা তাদের স্থান দখল করলে সেনাদল দুর্বল হয়ে পড়ে। রণকৌশলের ক্ষেত্রে নেপোলিয়ন নানা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডিউক অব ওয়েলিংটন ও বুকার তাঁর রণকৌশল শিখে তাঁর বিরুদ্ধেই তা প্রয়োগ করেন।

সামরিক দুর্বলতা

[১] "His policy in Spain was his greatest blunder."—*Europe in 19th and 20th Centuries*, Grant and Temperley, P. 114.

নেপোলিয়নের পতনে ইংল্যান্ডের ভূমিকা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যান্ড ধারাবাহিকভাবে নেপোলিয়নের বিরোধিতা চালিয়ে যায়। ইংল্যান্ডের উদ্যম ও আর্থিক সহায়তায় ইউরোপে বারংবার নেপোলিয়ন-বিরোধী শক্তিজোট গড়ে ওঠে। সমগ্র ইউরোপকে সংঘবদ্ধ করার ব্যাপারে ইংল্যান্ডের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যান্ডের অদ্বিতীয় নৌ-বাহিনীর জন্যই মহাদেশীয় ব্যবস্থা ব্যর্থ হয় এবং উপদ্বীপের যুদ্ধে স্পেন ও পর্তুগাল জয়যুক্ত হয়। ওয়াটার্লুর যুদ্ধেও তিনি ইংরেজ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটনের কাছে পরাজিত হন।

ইংল্যান্ডের ভূমিকা

Scanned with CamScanner